BAIO - LEARN TOGETHER

BENGALI MASTERBOOK

UGC NET & WB SET

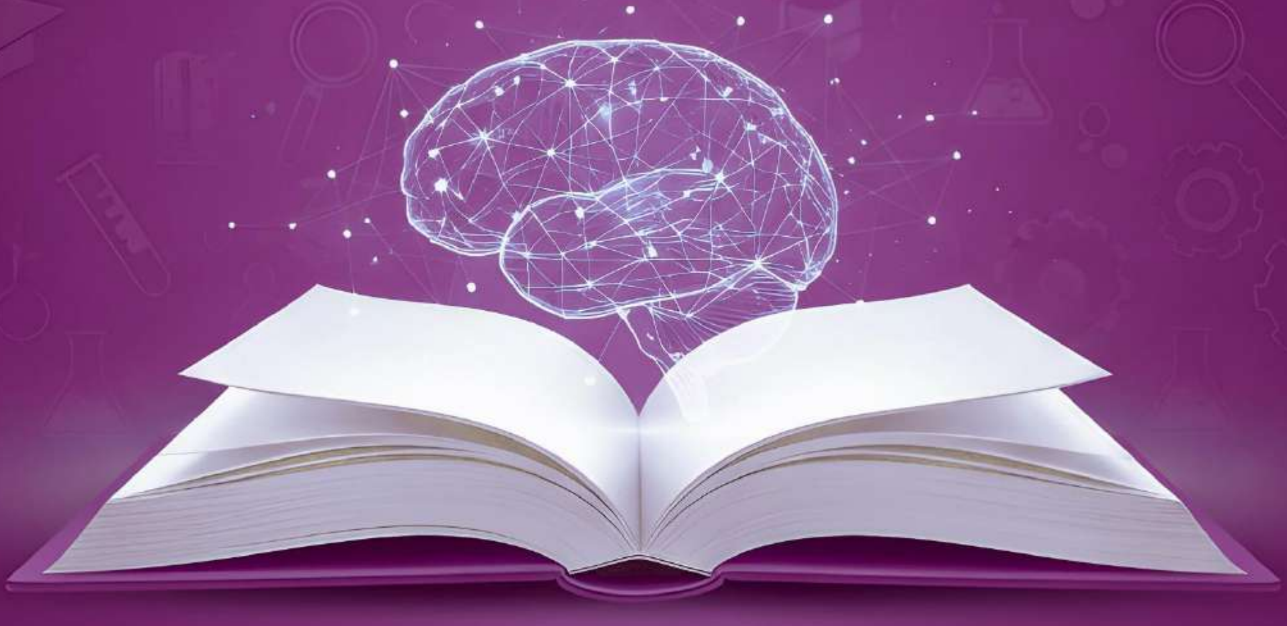

PART-2

Unit II: প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য | Unit V: ছোটগল্প | Unit IX: ছন্দ ও অলংকার

বৈশিষ্ট্য - ১
পূর্ণাঙ্গ নোট
প্রতিটি টপিকের ওপর গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা

বৈশিষ্ট্য - ২
স্মার্ট প্রেজেন্টেশন
জটিল তথ্যকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য চার্ট ও পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন।

বৈশিষ্ট্য - ৩
সঠিক সারসংক্ষেপ
প্রতিটি টপিকের পরিচ্ছেদ, দৃশ্য ও অঙ্ক অনুযায়ী দ্রুত রিভিশনের জন্য বিশেষ সামারি।

বৈশিষ্ট্য - ৪
মেমোরি টেকনিক
তথ্য দীর্ঘস্থায়ী করতে গ্রাফ, চার্ট এবং লজিক্যাল পয়েন্ট-ভিত্তিক আলোচনা।

বৈশিষ্ট্য - ৫
PYQ অ্যানালাইসিস
বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের গভীর ব্যবচ্ছেদ এবং সমাধানের সঠিক কৌশল।

বৈশিষ্ট্য - ৬
ট্রেন্ডিং প্রশ্ন
বর্তমান পরীক্ষার ধারা অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য প্রশ্নের সংকলন।

বৈশিষ্ট্য - ৭
Mistake Analysis
ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত যেসব ভুল করে, তা এড়াতে প্রতিটি টপিক শেষে বিশেষ সতর্কবার্তা।

বৈশিষ্ট্য - ৮
ইউনিট ডেটা চার্ট
প্রতিটি ইউনিট থেকে বারবার আসা কমন তথ্যগুলোর একটি বিশেষ সংকলিত চার্ট।

UGC NET BENGALI MASTERBOOK by BAIO (PART-2)

Unit - II প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

Unit - V ছোটোগল্প

Unit - IX ছন্দ – অলংকার

সম্পাদনা: BAIO Learn Together

ISBN: 978-81-995175-3-0

কপিরাইট: © BAIO Learn Together, 2026

প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০২৬, **দ্বিতীয় সংস্করণ**: মার্চ ২০২৬, **তৃতীয় সংস্করণ**: এপ্রিল ২০২৬, **চতুর্থ সংস্করণ**: সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকাশনা বিবরণ:

প্রকাশক: BAIO PUBLICATION

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ: BAIO

প্রচ্ছদ নকশা: BAIO

বিঃদ্রঃ

এই বইটি UGC NET/SET পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। বইটির কোনো অংশই অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে শেয়ার, স্ক্যান, ফটোকপি বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে না। ভারতীয় **Copyright Act, 1957** এবং **সাইবার ক্রাইম আইন** অনুযায়ী, বইটির অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

℗ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the copyright holder.

যোগাযোগ:

BAIO Learn Together

অ্যাপ: BAIO Learn Together

ফোন: +91 912366 9664

ইমেইল: bengaliallione@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.bengaliallinone.com

℗ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই প্রকাশনার কোনো অংশই প্রকাশক ও কপিরাইট ধারকের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে না।

ISBN: 978-81-995175-3-0

9 788199 517530

BAIO - LEARN TOGETHER

STUDY | PRACTICE | GROW TOGETHER

KNOW
LITERATURE
BUILD
FUTURE

UGC NET & WB SET
BENGALI
MASTERBOOK
(PART - 2)

সাহিত্য
ভাবনায়
সম্ভাবনার
পথে

পড়া
বোঝা
মনে রাখা
এগিয়ে চলা

অন্তর্ভুক্ত ইউনিটসমূহ

- **II** — **Unit II:** প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য (আদি ও মধ্যযুগ)
- **V** — **Unit V:** ছোটোগল্প (১৬টি গল্পের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ)
- **IX** — **Unit IX:** ছন্দ ও অলংকার (ব্যাকরণ ও ছন্দচর্চার ইতিহাস)

কী-ফিচার্স

- সাহিত্যিকের তথ্য ও সাল মনে রাখার লজিক্যাল ট্রিকস
- ছন্দ নির্ণয় ও অলংকার চেনার সহজ গাণিতিক সূত্র
- ছোটোগল্পের পরিচ্ছেদভিত্তিক সারসংক্ষেপ ও চরিত্র সারণী
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্যের পালাভিত্তিক ডাটা চার্ট
- সাম্প্রতিক NTA ট্রেন্ড অনুযায়ী PYQ Insight
- কুইক রিভিশন অ্যান্ড প্রেপারেশন ট্র্যাকার

BAIO PUBLICATION

Contact: 9123669664

সূচি

খণ্ড ২: পদ্যের ব্যাকরণ ও ইতিহাসের ধারা

Unit - II: প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

বিভাগ	টপিক / টেক্সট	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker আপনার অগ্রগতির হিসাব রাখতে এই ছকটি ব্যবহার করুন					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVI.
আদি ও মধ্য	চর্যাপদ	৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (জন্ম, তাম্বুল, বংশী, রাধাবিরহ)	২২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
পদাবলী	বৈষ্ণব পদাবলী	৩২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মঙ্গলকাব্য	বিজয়গুপ্ত - মনসামঙ্গল (নরখণ্ড)	৪২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	কবিকঙ্কণ - চণ্ডীমঙ্গল (বণিকখণ্ড)	৫৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	রামেশ্বর - শিবায়ন (চাষপালা)	৭১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ভারতচন্দ্র - অন্নদামঙ্গল (১ম খণ্ড)	৭৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
জীবনী কাব্য	বৃন্দাবনদাস- চৈতন্যভাগবত (আদিখন্ড)	৯৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	কৃষ্ণদাস কবিরাজ – চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)	১০৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
অনুবাদ	মালাধর বসু (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)	১১৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	কৃত্তিবাস - রামায়ণ (আদিকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড)	১৪৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	কাশীরাম দাস - মহাভারত (আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, ভীষ্মপর্ব)	১৫৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
আরাকান ও শাক্ত	দৌলতকাজী - লোরচন্দ্রাণী	১৬৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	আলাওল - পদ্মাবতী	১৮৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শাক্ত পদাবলী	১৯৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
গীতিকা	ময়মনসিংহ গীতিকা (মহুয়া ও কেনারাম)	২০৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit - V: ছোটোগল্প

লেখক	টপিক (গল্পের নাম)	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVI.
প্রভাতকুমার	কুড়ানো মেয়ে	২১৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বিবাহের বিজ্ঞাপন	২১৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বনফুল	শ্রীপতি সামন্ত	২২২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	হৃদয়েশ্বর মুখুজ্জে	২২৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
প্রেমেন্দ্র মিত্র	মশা (ঘনাদা)	২৩০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সংসার সীমান্তে	২৩৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
পরশুরাম	শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড	২৩৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	উলটপুরাণ	২৪১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	চোর	২৪৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	রস	২৪৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সুবোধ ঘোষ	ফসিল	২৫৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সুন্দরম	২৫৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
কমলকুমার	মতিলাল পাদরী	২৬২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	নিম অন্নপূর্ণা	২৬৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সমরেশ বসু	স্বীকারোক্তি	২৭০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শহীদের মা	২৭৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
জ্যোতিরিন্দ্র	সমুদ্র	২৭৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	গিরগিটি	২৮১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিমল কর	জননী	২৮৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ইঁদুর	২৮৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মতি নন্দী	আত্মভূক	২৯৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শবাগার	২৯৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

সন্তোষকুমার ঘোষ	দ্বিজ	৩০০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	কানাকড়ি	৩০৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
লীলা মজুমদার	পদিপিসির বর্মিবাক্স	৩০৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পেশাবদল	৩১১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মহাশ্বেতা দেবী	দ্রৌপদী	৩১৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	জাতুধান	৩১৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সুনীল গঙ্গো.	গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প	৩২৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পাখির মা	৩২৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	বাদশা	৩৩১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	গোঘ্ন	৩৩৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit - IX: ছন্দ ও অলংকার

বিভাগ	**টপিক / অলংকার**	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVI.
ছন্দ প্রাথমিক	বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৩৪০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বাংলা ছন্দের রূপরীতি ও রূপবৈচিত্র্য	৩৪৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বাংলা ছন্দের পরিভাষা- পরিচয় [দল, কলা, মাত্রা, পর্ব, পর্বাঙ্গ, অতিপর্ব, ছেদ, যতি, পংক্তি, স্তবক, মিল, লয়, বিভিন্ন ছন্দরীতির নামবৈচিত্র্য]	৩৫৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ছন্দচর্চার ইতিহাস	a. রবীন্দ্রনাথ	৩৬৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. সত্যেন্দ্রনাথ	৩৭৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. মোহিতলাল	৩৮০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. প্রবোধচন্দ্র	৩৮৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	e. অমূল্যধন	৩৯২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	f. তারাপদ ভট্টাচার্য	৩৯৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
শব্দালংকার	অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ	৪০৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস	৪১০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
অর্থালংকার - সাদৃশ্যবাচক	উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি	৪১৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিরোধমূলক	বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা	৪৩৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক	ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি, অপ্রস্তুত প্রশংসা	৪৪১	☐	☐	☐	☐	☐	☐

BAIO
Learn Together

Better Motes Brighter Future

UGC NET & WB SET

Bengali Literature

Unit : 2

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

(ANCIENT & MEDIEVAL BENGALI LITERATURE)

> “সাহিত্যে অতীত বর্তমানকে বোঝায়, আর ভবিষ্যংকে গড়ে তোলে।”

- আদিকাল
- মধ্যযুগ
- চর্যাপদ
- মঙ্গলকাব্য
- শ্রীকৃষ্ণকতিত
- বৈষ্ণব সাহিত্য
- শাক্ত ও অন্যান্য ধারার সাহিত্য

STUDY
PRACTICE
PROGRESS

FOR
JRF & ASSISTANT PROFESSOR
WB SET & OTHER COMPETITIVE EXAMS

BY BAIO - LEARN TOGETHER

Unit - II প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন, যা ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গীতিকবিতার সংকলন। এটি বাংলা ভাষার প্রারম্ভিক রূপ, ধর্মীয় ভাবধারা ও লোকজ সংস্কৃতির মিলিত প্রতিফলন। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যচর্চায় চর্যাপদের গুরুত্ব অপরিসীম।

চর্যাপদের আবিষ্কার

- এটি **বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন**।

আবিষ্কারের ঘটনা

- **১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে।**
- **মূল গ্রন্থের নাম** ছিল **'চর্যাগীতিকোষ'**।
- প্রাপ্ত পুঁথিটি ছিল **সটীক চর্যাগীতিসংগ্রহ**।
- **টীকাকার** ছিলেন **মুনিদত্ত**।
- **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** → নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে একটি পুথি সংগ্রহ করেন।
  → এই পুথির নাম: **চর্যাচর্যবিনিশ্চয়**
  → এতে ছিল:
    - চর্যাপদ
    - আরও দুটি অপভ্রংশ ভাষার রচনা

- চর্যাপদকে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ বলে যারা দাবী করেছেন –
    - অসমীয়া – বাণীকান্ত কাকতী, পরীক্ষিত হাজরা, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা।
    - মৈথিলি – জয়কান্ত মিশ্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জয়ধীরা সিংহ, পি কে জয়সওয়াল।
    - ওড়িয়া – খগেশ্বর মহাপাত্র, মায়াধর মানসিংহ, হরেকৃষ্ণ মাহতাব।
    - হিন্দি – বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ধর্মবীর ভারতী, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল।

প্রথম প্রকাশ

- **১৯১৬ সালে**
  → *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*-এর প্রকাশনায়
  → গ্রন্থের নাম: **হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা**
  → সম্পাদক: **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী**
  → এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল:
    - মোট **৪৬টি সম্পূর্ণ গান**
    - **১টি খণ্ডিত (অসম্পূর্ণ) গান অর্থাৎ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ।**
    - **সংস্কৃত টীকাসহ দোহা** (সরোজবজ্র ও কৃষ্ণাচার্য রচিত)
    - শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথিতে মোট ২৩ জন কবির সন্ধান পাওয়া গেছে

এই অংশটিই সাধারণভাবে "চর্যাপদ" বা "চর্যাগীতি" নামে পরিচিত।

১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত চারখানি পুঁথিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একত্রে নামকরণ করেন, - 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'। চারখানি পুঁথির নাম -

১. চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়
২. সরোরুহবজ্রের দোহাকোষ, তার সঙ্গে অদ্বয়বজ্রের করা তারই সংস্কৃত টীকা
৩. কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের দোহাকোষ।
৪. ডাকার্ণব নামক একটি মহাযোগিনীতন্ত্রের পুঁথি

তিব্বতি অনুবাদ

- পরবর্তীতে **প্রবোধচন্দ্র বাগচী**
  → নেপাল থেকেই চর্যাপদের **তিব্বতি অনুবাদ** খুঁজে পান
  → সেখানে **মোট ৫১টি পদ** পাওয়া যায়
  → বোঝা যায়: মূল রচনায় **৫১টি গানেরই** অস্তিত্ব ছিল
- চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ থেকে সাড়ে তিনটি পদ আবিষ্কৃত হয়। ২৩ সংখ্যক পদ খণ্ডিত এছাড়া ২৪, ২৫ , ৪৮ সংখ্যক পদ মূল পুঁথিতে ছিল না।
- চর্যাপদ এর টীকা রচনা করেন মুনিদত্ত।
- চর্যাপদের প্রাচীন সিদ্ধাচার্য লুই পাদ।
- রাহুল সাংকৃত্যায়ন লুইপাদ-এর পরিবর্তে সরহপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলেছেন।
- শহীদুল্লাহ ভুসুকুপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলেছেন।
- চর্যাপদকে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ বলে যারা দাবী করেছেন –
    - **অসমীয়া** – বাণীকান্ত কাকতী, পরীক্ষিত হাজরা, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা।

৩৮	সরহপা	কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল/ সদ্গুরুবঅণে ধর পতবাল।।	ভৈরবী
৩৯	সরহপা	সুইণা হ অবিদার অরে নিঅমন তোহোরে দোসে।	মালশী
৪০	কাহ্নপা	জো মণগোঅর আলাজালা/ আগম পোথী ইষ্টামালা।।	মালশী গবুড়া
৪১	ভুসুকপা	আইএ অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই/ রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কিং তাক বোড়া খাই।।	কহ্নগুঞ্জরী
৪২	কাহ্নপা	চিঅ সহজে শূন সংপুন্না/ কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না।।	কামোদ
৪৩	ভুসুকপা	সহজমহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ/ খসমসভাবে রে বা ণ মূকা কোএ।।	বঙ্গাল
৪৪	কঙ্কণপা	সুনে সুন মিলিআ জবেঁ/ সঅল ধাম উইআ তবেঁ।।	মল্লারী
৪৫	কাহ্নপা	মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা/ আসা বহল পাত ফলবাহা।।	মল্লারী
৪৬	জয়নন্দীপা	পেখু সুঅণে অদশে জইসা/ অন্তরালে মোহ তইসা।।	শবরী
৪৭	ধামপাদ	কমলকুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী/সমতাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।।	গুঞ্জরী
৪৮	কুক্কুরীপা	মূল পুঁথিতে এই পদটি নেই(পুঁথির ৬৬ নং পৃষ্ঠা নেই), তিব্বতী অনুবাদ থেকে - পটহঃ কুলিশাজযুদ্ধং প্রবিষ্টাঃ/ সমুতাযোগস্য সৈনিকসমূহঃ	পটহঃ
৪৯	ভুসুকুপা	বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ/ অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।	মল্লারী
৫০	শবরপা	গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।/ কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।।	রামক্রী

লেখক ভিত্তিক চর্যাপদের চার্ট

এখানে রচয়িতার পদগুলির তালিকা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া হলো:

১. লুইপাদ (মোট পদ: ২)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
১	**কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।**	লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।	মানবদেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে সহজসাধনার মাধ্যমে মহাসুখতন্ময়তা লাভের নির্দেশ।	**কাআ তরুবর:** কায়া/দেহ বৃক্ষস্বরূপ। **বি:** এখানে নির্দেশক প্রত্যয়। **কাল:** কালপেঁচা বা কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ চন্দ্রের রাহু।
২৯	**ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।**	কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা। উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।	পরমতত্ত্বকে যুক্তিতর্ক, অনুমান বা প্রমাণ দ্বারা জানা অসম্ভব; এটি বাক্যপথের অতীত।	**আইস সংবোহেঁ:** এমন বোঝানোয়। **দুলকখ বিণাণা:** দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। **তিঅ-ধাএ:** ত্রিধাতুতে।

২. কুক্কুরীপাদ (মোট পদ: ৩;: ২, ২০, (৪৮))

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
২	দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।	**কোড়ি মঝেঁ একু-হিঅহিঁ৭ সনাইউ।**	অসম্ভব ঘটনামূলক প্রহেলিকার মাধ্যমে মহাসুখনয়ে যোগচর্যার ইঙ্গিত। এটি নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা।	**দুলি:** মাদী কাছিম। **কানেট চৌরি:** চোর। **বিআতী:** বধূ।
২০	হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।	ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা। জো এথু বুঝএ৮ সো এথু বীরা।	পতিপরিত্যক্ত তরুণীর গর্ভপাতের রূপকে সাধনার পথে বাসনার ক্ষয় ও সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত।	**খমণ ভতারে:** ভর্তা ক্ষপণক। **বাসনয়ুড়:** বাসনার পূড়া (অনেক আশায় ধন)। **ফিটলেসু:** প্রসব করিলাম।

৩. বিরুআপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
৩	এক সে শুণ্ডিনিণী১ দুই ঘরে সান্ধঅ।	**জেঁ অজরামর হোই দিঢ৩ কান্ধঃ।** পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।	শুঁড়িবাড়ির উপমা দিয়ে দেহতত্ত্বের মাধ্যমে মদ চোলাই ও মদ বিক্রির উল্লেখ। সহজাবস্থায় স্থির হলে অজরামর হওয়া যায়।	**শুণ্ডিনিণী:** শুঁড়ি-বৌ বা চোলাইয়ের বক-যন্ত্র। **চীঅণ বাকলঅ:** চিয়ান-বাকড় (মদ)। **দশমি দুআরত:** দশমী দুয়ার (ব্রহ্মরন্ধ্র)।

৪. গুণ্ডরীপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
৪	তিঅড্ডা১ চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।	তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।। চান্দসুজ বেণি পখা ফাল।	নৈরাত্মা যোগিনী ও হেরুকের প্রেমক্রীড়ার ইঙ্গিত, যা যুগনদ্ধ-হেরুক চর্যা নামে পরিচিত।	**তিঅড্ডা:** তিউড়ি চাপা হইল। **কমল কুলিশ:** পদ্ম ও বজ্র (নারী-পুরুষ শক্তি)। **মণিকুলে:** মণিমূলে বা আজ্ঞাচক্রে।

৫. চাটিল্লপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ

৩৪	সুনকরুণরি১ অভিন-চারেঁ২ কাঅবাক্চিঅ৩ বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ।	কিন্তো কমন্তে৬ কিন্তো তন্তে৭ কিন্তো রে ঝাণবখানে৮।। লুই১১ পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভূঅণেঁ লধা।	শূন্য-করুণার মিলনে মহাসুখপ্রাপ্তি। এ মহাসুখ দুর্লক্ষ্য, যা মন্ত্র, তন্ত্র বা ধ্যানে পাওয়া যায় না, বরং লুইপাদের অনুগ্রহে পাওয়া যায়।	**সুনকরুণরি:** শূন্য-করুণা। **অভিন-চারেঁ:** অভিন্ন-চারে। **অপইঠান:** অপ্রতিষ্ঠান। **অনুত্তর মাণী:** সকলই অনুত্তর মানে।

১৮. ভাদোপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
৩৫	এতকাল হাঁউ১ অচ্ছিলেঁসু মোহে২।	পেখমি দহদিহ সর্ব্বই শূন। চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন।	গুরুর উপদেশে চিত্ত স্থির হওয়ায় মোহমুক্তি ঘটেছে। চিত্তরাজ গগন-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায় পাপ বা পূণ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।	**সদ্গুরুবোহেঁ:** সদ্গুরুর জ্ঞানসঞ্চারে। **চিঅরাগ:** চিত্তরাজ। **দহদিহ:** দশদিক। **মোহ কখু:** আমাকে লক্ষ্য করিয়া।

১৯. তাড়কপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
৩৭	অপণে নাহিঁ মো১ কাহেরি সঙ্কা২।	বাক্পথাতীত কাঁহি বখাণী। জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস।	সর্বসংস্কারবিমুক্ত সহজ-অবস্থা অনির্বচনীয়। এই অবস্থায় শঙ্কা বা মহামুদ্রার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।	**মহামুদেরী:** মহামুদ্রার। **চৌকোড্ডি বিমুকা:** চতুষ্কোটিবিমুক্ত। **বান্ড কুরুণ্ড:** পুরুষাঙ্গ অণ্ডকোষ। **গলপাস:** ফাঁসি।

২০. কঙ্কনপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
৪৪	**সুনে সুন মিলিত্তা১ জবেঁ।**	বিদুনাদ৪ ণ হিঁ এ পইঠা। অণ চাহন্তে আণ বিণঠা।	শূন্যে শূন্যের মিলন হলে সকল ধর্ম উদিত হয়। চতুঃক্ষণ সংবোধিতে মহাসুখ প্রাপ্তি।	**চউখণ সংবোহী:** চতুঃক্ষণ সংবোধি। **মাঝ নিরোহেঁ:** মধ্য নিরোধে। **তথতা নাদেঁ:** তথতা নাদে।

২১. জয়নন্দীপাদ (মোট পদ: ১)

পদ সংখ্যা	পদের প্রথম লাইন	পদের গুরুত্বপূর্ণ লাইন	পদের মূল অর্থ (সংক্ষেপে)	উল্লেখযোগ্য শব্দ ও অর্থ
৪৬	পেখু১ সুঅণে অদশ জইসা।	মোদ২ বিমুক্কা জই মানা৩। তবেঁ তুটই অবণা গমণা।	মোহ থেকে মুক্ত হলে আনাগোনা (জন্ম-মৃত্যু) বন্ধ হয়। স্বপ্ন এবং দর্পণের প্রতিবিম্বের সঙ্গে জগতের তুলনা।	**অদশ:** দর্পণ। **মোদ বিমুক্কা:** মোহ থেকে মুক্ত। **ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা:** ছায়া ও মায়া কায়ার সমান। **ফুড় অণ ন হোই:** স্পষ্ট অন্য কিছু হয় না।

চর্যা পদের লেখকদের রচনা শৈলী এবং পদ মনে রাখার কিছু কৌশল

১. লুইপাদ (মোট পদ: ২ — ১, ২৯)

রচনার মূল সুর ও শৈলী	পদ মনে রাখার কৌশল (সূত্র)
লুইপাদ হলেন আদি সিদ্ধাচার্য এবং তাঁর রচনায় **সহজসাধনার স্পষ্ট ইঙ্গিত** আছে। তিনি দেহের সঙ্গে বৃক্ষের উপমা দিয়েছেন (কায় চর্যা)। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **গুরু-পৃচ্ছা (গুরুকে জিজ্ঞাসা)** এবং **অনির্বচনীয়তা বা দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান** তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া।	**সূত্র: লুই গুরুকে জিজ্ঞেস করে 'বৃক্ষরূপী কায়াকে' 'ভাবাভাবের' ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। কৌশল:** * **পদ ১:** 'কাআ তরুবর' (কায়া বৃক্ষ)। লুই গুরুকে জিজ্ঞেস করেন ('গুরু পুচ্ছিঅ জাণ')। **পদ ২৯:** 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই'। এটি মহাসুখের **দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান** তত্ত্ব, যা 'উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা' (জলের চাঁদের মতো সত্যও নয় মিথ্যাও নয়)।

২. কুক্কুরীপাদ (মোট পদ: ৩ — ২, ২০, ৪৮)

রচনার মূল সুর ও শৈলী	পদ মনে রাখার কৌশল (সূত্র)
তাঁর রচনায় **নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা** বা **অসম্ভব ঘটনার প্রহেলিকা-পরম্পরা** রয়েছে। যেমন— মাদী কাছিমের দুধ দোহন। এছাড়া, তিনি **গার্হস্থ্য জীবনের রূপক** (যেমন শ্বশুরের ঘুম ও বধূর জাগরণ, পতিপরিত্যক্তা তরুণী) ব্যবহার করেন।	**সূত্র: কুক্কুরী বধূ কাঁছিমের দুধ দোহন করে 'নিরাশী' (আশাহীন) হয়ে, কারণ 'কানেট চৌরি' (চোর) সব নিয়ে গেছে। কৌশল:** * **পদ ২:** 'দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই' (মাদী কাছিম দোহন), 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ' (শ্বশুর ঘুমায়, বউ জাগে)। এটি **অসম্ভব ঘটনার ইঙ্গিত**। **পদ ২০:** 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে'। তরুণীর বেদনা বা **বাসনার ক্ষয়** বোঝায়।

৩. বিরুআপাদ (মোট পদ: ১ — ৩)

রচনার মূল সুর ও শৈলী	পদ মনে রাখার কৌশল (সূত্র)
তাঁর একমাত্র পদে **শুঁড়ি-বাড়ি (মদচোলাই ও মদবিক্রয়) রূপক** ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেহতত্ত্বের মাধ্যমে **অজরামর** হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এখানে **দশমী দুয়ার (ব্রহ্মরন্ধ্র)** তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ।	**সূত্র:** বিরুআ শুঁড়ির দোকানে **'বারুণি' (মদ)** তৈরি করে **'দশমি দুআরত' অজরামর হতে চাইছেন। কৌশল:** * **পদ ৩:** 'এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ' এবং 'জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধঃ'। শুঁড়ি বা মদ্যপানের চিত্রকল্প।

৪. গুণ্ডরীপাদ (মোট পদ: ১ — ৪)

- সাধারণভাবে ইড়া ও পিঙ্গলা তথা বামগা ও দক্ষিণ নাড়ির গতি নিম্নমুখী। এদের একটি ধারায় সংসারের সৃষ্টি(ভব) ও অপর ধারায় সংসারের সংহার (নির্বাণ)।
- দেহস্থিত চক্র গুলি পদ্মের রূপকে গৃহিত হয়েছে।
- চক্রস্থিত বোধিচিত্ত- যোগিনী, ডোম্বী, চন্ডালী, শবরী, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি নানা রমনী রূপে পরিকল্পিত হয়েছে।
- দেহস্থিত তিনটি নাড়ি কোথাও কোথাও নদীতট, সাঁকো, চন্দ্র-সূর্য, নৌকা, দাঁড় , ঘন্টা-নুপুরের রূপকে গৃহীত হয়েছে।
- নাগার্জুন পাদের- শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক বাদ।
- মৈত্রেয় অসঙ্গ বসুবন্ধুর - বিজ্ঞান বাদ বা যোগাচার বাদ।
- বৈভাষিকরা ধর্মকে ভাব স্বভাব বা অস্তিত্বময় বলে মনে করতেন। অন্যদিকে সৌতান্ত্রিক রা ধর্মকে মনে করতেন শূন্য স্বভাব বা অলীক।

আপডেটেড সংযোজন

১. চর্যাপদের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধ্যা-অর্থ ও প্রতীকী তত্ত্ব (সংবর্ধিত তালিকা)

- **চন্দ্র:** প্রজা / সংবৃত্তি সত্য / চিত্ত
- **হরিণ:** শুদ্ধ চিত্ত / সাধকচিত্ত
- **হরিণী:** জ্ঞানমুদ্রা / মহাসুখ শক্তি
- **শবরী / মাতঙ্গী / ডোম্বী:** দেবী নৈরাত্মা / বোধিচিত্ত
- **তাঁবোলা (তাম্বুল):** মহাসুখরস / প্রজ্ঞোপায় মিলনজাত আনন্দ
- **কমল / পদ্ম:** প্রজ্ঞা / আজ্ঞাচক্র / গ্রাহ্য ভাব
- **বজ্র / কুলিশ:** শূন্যতা / পরমজ্ঞান / গ্রাহক ভাব
- **মুসা (ইঁদুর):** প্রকৃতিদোষযুক্ত অবিদ্যাচিত্ত / চঞ্চল মন
- **সাঁকম (সাঁকো):** গুরুউপদেশ / অবধূতী মার্গ
- **গহণ / ভবনই:** সংসার নদী / ভাব-অভাবের দ্বৈত রূপ

২. চর্যাপদের বিশিষ্ট ও দুরুহ শব্দার্থ

- **তাঁবোলা:** তাম্বুল বা পানের খিলি (২৮ নং পদ)
- **জিঠী:** টিকটিকি (হোঁচট ও টিকটিকির ডাক অশুভ মানার লোকবিশ্বাস)
- **উআরি:** দাবা খেলায় যে চাল বলে দেয় বা পথ নির্দেশ করে
- **চিখিল:** কাদা (৫ নং পদ)
- **অঙ্গবালী:** নিবিড় আলিঙ্গন (৪ নং পদ)
- **গিবত:** গ্রীবায় বা গলায় (২৮ নং পদ)
- **পড়হ:** পটহ বা ঢাক/মাদল (১৯ নং পদ)

৩. তাত্ত্বিক ও পরীক্ষোপযোগী বিশিষ্ট পদ্যাংশ

- **পদ ২৮ (শবরপাদ):** "হিঅ তাঁবোলা মহাসুহ পরিফুলা" — হৃদয়ে তাম্বূল রূপ মহাসুখ প্রস্ফুটিত হয়।
- **পদ ২৩ (ভুসুকুপাদ):** "জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা" — এখানে 'পঞ্চজন' বলতে পঞ্চক্লেশ বা পাঁচ রিপুকে বোঝানো হয়েছে।
- **পদ ৩১ (আর্যদেবপাদ):** "জোইণি মইলেঁ কাঅ ণ সুরী" — নৈরাত্মা যোগিনীর মিলনে দেহাংশের ক্ষয় হয় না।
- **পদ ৪৩ (ভুসুকুপাদ):** "সহজমহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ" — ত্রিভুবনে সহজ মহাতরু বিস্তৃত হয়ে আছে।

৪. তিব্বতি অনুবাদ ও পাঠ-গবেষণা সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য

- **তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কারক:** ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৮ সালে তিব্বতি অনুবাদ 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' আবিষ্কার করেন।
- **তিব্বতি অনুবাদক ও সংশোধক:** তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন শীলচারী এবং তা সংশোধন করেছিলেন আচার্য কমলশীল।

PYQ INSIGHT

চর্যাপদ: UGC NET ও WB SET প্রশ্ন ধারার গভীর বিশ্লেষণ (Trend Analysis)

১. পঙ্ক্তি ও পদকর্তা/রাগের মিলীকরণ (Matching Patterns): সাম্প্রতিক প্রশ্নপত্রে শুধু পদের প্রথম চরণ নয়, বরং পদের ভেতরের গূঢ় তাত্ত্বিক পঙ্ক্তি ধরে রচয়িতা ও রাগের নাম মেলানোর প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসছে (যেমন: 'নাদ ন বিন্দু...', 'ভাব ন হোই...', 'তুলা ধুণি ধুণি...', 'সুন বাহ তথতা পহারী...')।

২. সন্ধ্যা-অর্থ ও প্রচ্ছন্ন রূপকতত্ত্ব (Esoteric Symbolism): বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সাংকেতিক অর্থ থেকে প্রশ্ন আসার হার বহুগুণ বেড়েছে। 'চন্দ্র', 'হরিণ', 'হরিণী', 'শবরী', 'টাল', 'বলদ', 'হাঁড়ি' বা 'ইঁদুর' কোনটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে—তা তালিকা মিলকরণ আকারে নিয়মিত আসছে।

৩. প্রাচীন শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান (Lexical & Archaic Meanings): চর্যাপদের প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ থেকে সরাসরি প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে (যেমন: 'তাঁবোলা', 'জিঠী', 'উআরি', 'গিবত', 'পড়হ', 'চিখিল')।

৪. পুঁথি, টীকা ও পাঠ-সম্পাদনা সংক্রান্ত নিখুঁত তথ্য (Textual Scholarship): হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথির গঠন, প্রতি পাতার পৃষ্ঠাঙ্কন, খণ্ডিত বা অনুল্লিখিত পদসমূহ (২৪, ২৫, ৪৮), মুনিদত্তের টীকা ('নির্মলগিরা'), তিব্বতি অনুবাদ এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও সুকুমার সেনের সম্পাদনা কেন্দ্রিক তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে আসছে।

৫. সামাজিক চিত্র ও সাধনার দ্বৈত রূপ (Socio-Religious Context): একদিকে বাস্তব সামাজিক জীবন (যেমন: ব্যাধ, ডোমনী, সাঁকো তৈরি, চোর-প্রহরী, যৌতুক প্রথা, দারিদ্র্য), অন্যদিকে তান্ত্রিক কায়সাধন, পঞ্চ তথাগত ও বোধিচিত্তের গূঢ় দর্শন—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তুলনামূলক প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন – বড়ু চণ্ডীদাস

১. লেখক পরিচিতি: বড়ু চণ্ডীদাস

- **বাসস্থান:** বাঁকুড়া জেলার ছাতনা
- **উপাস্য দেবতা:** দেবী বাসুলী (শক্তি বা দেবী চণ্ডীর এক লোকায়ত রূপ)
- **রচনাকাল (সম্ভাব্য):** চতুর্দশ শতকের শেষ অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ
- **নাট্যশালা:** নিজস্ব নাট্যমঞ্চে 'চিত্রনাটগীতি' পরিবেশ
- **নাম:** বড়ু চণ্ডীদাস / চণ্ডীদাস / অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (তিনটি ভণিতা অনুযায়ী)
- সুখময় মুখোপাধ্যায় বড়ু চন্ডীদাসের প্রকৃত নাম অনন্ত বলে দাবী করেন।
- **ভণিতা:**
    - *বড়ুচণ্ডীদাস* – ২৯৮ বার
    - *চণ্ডীদাস* – ১০৭ বার
    - *আনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস* – ৭ বার (প্রক্ষিপ্ত)
    - কাব্যের ৮-টি পদে কোনো ভনিতা ব্যবহার করা হয় নি।
- **বিশেষতা:**
    - সংস্কৃত ভাষায় সুদক্ষ
    - ভাগবত, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি পুরাণ ও কাব্যের প্রভাব
    - লোককাহিনির মিশ্রণ
    - রাধা চরিত্র নির্মাণে বৈষ্ণব পদাবলির পূর্বাভাস

২. পুঁথি আবিষ্কার ও পরিচয়

- **আবিষ্কারক:** বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
- **আবিষ্কারের সাল:** ১৯০৯
- **স্থান:** কাঁকিল্যা গ্রাম, বাঁকুড়া
- **পুঁথি মালিক:** বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে।
- **প্রকাশন:** বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৬
- বসন্তরঞ্জন রায়ের জীবৎকালে তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথির মোট চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
- বসন্তরঞ্জন রায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের নাম দেন – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - মহাকবি চন্ডীদাস বিরচিত।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের **মুখবন্ধ** রচনা করেন – রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পাণ্ডুলিপির ধরন: তুলোট কাগজ, দুইরকম হস্তলিপি

- **পুঁথির প্রকৃতি:** খণ্ডিত; শুরু ও শেষ অংশ অনুপস্থিত। পুষ্পিকা না থাকায় এর রচনাকাল জানা যায় না।
- **চিরকুটে উল্লেখিত তারিখ:** সন ১০৮৯ মল্লাব্দ / ২১ অগ্রহায়ণ = ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ
- **পুঁথির ভিতরে পাওয়া একটি চিরকুটে:** 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নাম পাওয়া যায়
- **সম্পাদক প্রদত্ত নাম:** 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' – বর্তমানে এই নামেই পরিচিত
- **পৃষ্ঠার অবস্থা:** শুরুর, মধ্যের এবং শেষের কিছু পৃষ্ঠা অনুপস্থিত
- **লিপিকাল বিষয়ে মতভেদ:**
    - সুকুমার সেন – ১৮শ-১৯শ শতকের তৈরি পাণ্ডুলিপি
    - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – চিরকুটের কারণে পূর্বতর
    - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগেই রচিত হয়েছিল।

৩. নামকরণ বিতর্ক

নাম	প্রস্তাবক বা ব্যবহার	মতামত
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	সম্পাদকের (বসন্তরঞ্জন) নামকরণ	শ্রীকৃষ্ণের লীলার আখ্যান
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ	পুঁথির চিরকুটে উল্লিখিত	প্রামাণ্য নয়
কাহ্নাঞিকীর্তন	কবিতায় কৃষ্ণের পরিবর্তে 'কাহ্নাঞি' শব্দ ব্যবহারের কারণে	প্রস্তাবিত

৪. কাব্যের গঠন

- **কাব্যরূপ:** আখ্যানকাব্য, নাটকীয় সংলাপ, গীতিকবিতার সংমিশ্রণ
- **খণ্ড সংখ্যা:** মোট ১৩টি
    - জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয়দমন, যমুনা, হার, বাণ, বংশী, রাধাবিরহ
- **রচনার ধারা:** নাট্যধর্মী সংলাপ (চিত্রনাটগীতি)
- **কাহিনির বিস্তার:** কৃষ্ণের জন্ম → বৃন্দাবন লীলা → রাধার প্রেম → কৃষ্ণের মথুরাগমন
- **পদের সংখ্যা:** ৪১৮ টি বাংলা পদ, ১৬১ টি সংস্কৃত শ্লোক

- **শেষ খণ্ড (রাধাবিরহ):** অপূর্ণ
- **ছন্দরীতি:** ৭ প্রকারের পয়ার ও ৩ প্রকারের ত্রিপদী
- **ভাষা:** চর্যাপদের তুলনায় স্বতঃস্ফূর্ত ও স্পষ্ট
- কাব্যে রাগ-রগিনীর সংখ্যা – ৩২।
- সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ – পাহাড়ীআ রাগ, মোট ৫৭ টি পদে এই রাগ ব্যবহৃত হয়েছে।
- কাব্যের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা – জন্ম খন্ড।
- কাব্যের বৃহত্তম সংখ্যা – দান খণ্ড।
- কাব্যের যমুনা খন্ডের নিজস্ব কোন পদ নেই।
- কাব্যে কৃষ্ণের যে যে নামগুলি ব্যবহৃত হয়েছে – কেশব, গদাধর, গোবিন্দ, জগন্নাথ, দামোদর, মধুসূদন, মাধব, হরি।
- কাব্যে রাধা ব্যতিত, রাধার আর যে নামটি ব্যবহৃত হয়েছে – চন্দ্রাবলি।

খণ্ড ও পদ, শ্লোক সংখ্যা

খণ্ড	পদ সংখ্যা	শ্লোক সংখ্যা	কাল
জন্ম খণ্ড	৯	৩	
তাম্বুল খণ্ড	২৬	৭	বসন্ত
দান খণ্ড	১১২	৪৬	গ্রীষ্ম
নৌকা খণ্ড	৩০	১৩	বর্ষা
ভার খণ্ড	২৮	১১	শরৎ
ছত্র খণ্ড	৯	৭	
বৃন্দাবন খণ্ড	৩০	১১	বসন্ত
কালীয়দমন খণ্ড	১০	১	বসন্ত
বস্ত্র খণ্ড	২২	১১	
হার খণ্ড	৫	৩	
বাণ খণ্ড	২৭	৯	
বংশী খণ্ড	৪১	১৯	বসন্ত
রাধা বিরহ	৬৯	২০	

পৌরাণিক সূত্র

খণ্ড	পৌরাণিক সূত্র
জন্ম খণ্ড	কংস, কেশী, গদা, চক্র,নারদ, পুতনা, ব্রহ্মা, যমলার্জুন,রোহিনী, লক্ষী, শারঙ্গ, শঙ্খ (পাঞ্চজন্য)।
তাম্বুল খণ্ড	বিষ্ণুপুর (বৈকুণ্ঠ), সীতা, হনুমান।
বংশী খণ্ড	-
রাধাবিরহ	গোকুল, সীতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন – পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু	সংখ্যা
মোট পদের সংখ্যা	৪১৮ টি
সংস্কৃত শ্লোক	১৬১ টি
একাধিকবার ব্যবহৃত শ্লোক	২৮ টি
মোট ধ্রুবপদ	৩৪৪ টি
ধ্রুবপদহীন পদ	৭৪ টি

চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ বিন্যাস

সংলাপধর্মী অংশ	সংখ্যা
রাধার প্রতি কৃষ্ণের সংলাপ	৮৬ টি
কৃষ্ণের প্রতি রাধার সংলাপ	৬৭ টি
রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক সংলাপ	৩৪ টি
কবির নিজস্ব বিবৃতি	৪২ টি
বড়াইয়ের প্রতি রাধার সংলাপ	৭৪ টি
রাধার প্রতি বড়াইয়ের সংলাপ	৩৫ টি
রাধা ও বড়াইয়ের সংলাপ	১১ টি
কৃষ্ণের প্রতি বড়াইয়ের সংলাপ	১৭ টি
বড়াইয়ের প্রতি কৃষ্ণের সংলাপ	২৫ টি
কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের পারস্পরিক সংলাপ	৭ টি

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: খণ্ডভাগ ও কাহিনি-সংক্ষেপ

খণ্ড	সংক্ষিপ্ত কাহিনি
১. জন্মখণ্ড	এই খণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের জন্ম, তাদের পূর্বপরিচয় এবং পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বড়াই এই খণ্ডে রাধার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়।
২. তাম্বূলখণ্ড	বড়াইয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণ রাধার কাছে প্রেম নিবেদনের জন্য পান (তাম্বূল) ও ফুল পাঠান। কিন্তু রাধা সেই প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
৩. দানখণ্ড	কৃষ্ণ মথুরার ঘাটে দাণি বা শুল্ক আদায়কারীর ছদ্মবেশে বসেন। রাধা দই-দুধের পসরা নিয়ে যমুনা পার হতে এলে কৃষ্ণ তার কাছে প্রেমকে শুল্ক বা 'দান' হিসেবে দাবি করেন। রাধা প্রত্যাখান করলে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়।
৪. নৌকাখণ্ড	কৃষ্ণ এবার মাঝির রূপ ধরে যমুনা নদীতে নৌকা নিয়ে বসেন। রাধা ও গোপীরা নদী পার হওয়ার জন্য তাঁর নৌকায় উঠলে কৃষ্ণ মাঝনদীতে ঝড়-বৃষ্টির ছল করে নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার ভয় দেখান এবং রাধার সঙ্গ প্রার্থনা করেন।
৫. ভারখণ্ড	কৃষ্ণ ভারবাহক বা মুটের ছদ্মবেশে রাধার দই-দুধের ভার বহন করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ভার বইবার বিনিময়ে তিনি রাধার সঙ্গ প্রার্থনা করেন। এই খণ্ডেও রাধা ও কৃষ্ণের বিবাদ ও মিলন চিত্রিত হয়েছে।
৬. ছত্রখণ্ড	ভারখণ্ডেই এই উপ-খণ্ডটি অবস্থিত। কৃষ্ণ ছাতা ধরার ছলে রাধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন এবং তার বিনিময়ে প্রেম প্রার্থনা করেন।
৭. বৃন্দাবনখণ্ড	এই খণ্ডে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সেখানে রাধা ও কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ তার ঐশ্বরিক রূপ প্রকাশ করলে রাধা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হন।
৮. কালীয়দমনখণ্ড	যমুনা নদীর জলে কালীয় নাগকে দমন করে কৃষ্ণ তার ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দেন। এই ঘটনায় রাধা ও গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি আরও মুগ্ধ হন।
৯. বস্ত্রহরণখণ্ড	রাধা ও গোপীরা যমুনায় স্নান করতে গেলে কৃষ্ণ তাদের বস্ত্র হরণ করে কদম গাছে উঠে বসেন। বস্ত্র ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় তার কাছে আসতে বলেন, যা ছিল তাদের অহংকার চূর্ণ করার একটি উপায়।
১০. হারখণ্ড	রাধার একটি মূল্যবান হার হারিয়ে যায় এবং কৃষ্ণের উপর চুরির অপবাদ দেওয়া হয়। কৃষ্ণ হারটি খুঁজে এনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন এবং রাধার ভালোবাসা অর্জন করেন।
১১. বাণখণ্ড	কৃষ্ণ মদনের পঞ্চবাণে রাধাকে বিদ্ধ করেন, যা রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম ও অনুরাগ সৃষ্টি করে।
১২. বংশীখণ্ড	কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধা আকুল হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে যান। এই খণ্ডে কৃষ্ণের বাঁশির সুরের অলৌকিক প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।
১৩. রাধাবিরহ	এটি কাব্যের শেষ এবং অসম্পূর্ণ অংশ। কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেলে রাধার তীব্র বিরহ ও যন্ত্রণার কথা এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে রাধার প্রেম আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়।

রাগ-রাগিনী

পদ সংখ্যা	রাগ	তাল
জন্মখন্ড		
১	-	-
২	কোড়ারাগ	দন্ডক
৩	বরাড়ীরাগ	ক্রীড়া
৪	বরাড়ীরাগ	একতালী
৫	কহুগুজ্জরীরাগ	রূপক
৬	কোড়ারাগ	লঘুশেখর, দণ্ডক
৭	কোড়ারাগ	একতালী
৮	ধানুষীরাগ	লঘুশেখর
৯	গুজ্জরীরাগ	যতি
তাম্বুল খণ্ড		
১০	গুজ্জরী রাগ	একতালী
১১	পাহাড়ীআ রাগ	ক্রীড়া
১২	পাহাড়ীআ রাগ	চিত্রক লগনী, একতালী
১৩	গুজ্জরী রাগ	রূপকং
১৪	দেশাগ রাগ / কানড়া	রূপকং /যতি
১৫	আহের রাগ	লঘুশেখর
১৬	রামগিরী রাগ	রূপকং
১৭	ধানুষী রাগ	রূপকং
১৮	মালব রাগ	লগনী/ কুড়ুকঃ
১৯	রামগিরী রাগ	রূপকং

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

- মনসা ও চাঁদ সদাগর কাব্যের দুই প্রধান চরিত্র। মনসা অত্যাচারী সামন্তদের প্রতিনিধি, আর চাঁদ সওদাগর প্রতিবাদী বিদ্রোহী চরিত্র। মনসা নানা কৌশল অবলম্বন ও ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে শিবভক্ত চাঁদ সওদাগরের পূজা আদায় করেন। 'কাজীর সহিত যুদ্ধ' পালায় কাজীর দুই পুত্র হাসান ও হোসেন রাখাল বালকদের পূজার মনসাঘট ও বেদী ধ্বংস করলে দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে কাজীর নগর আক্রমণ ও নগরবাসীকে পর্যুদস্ত করেন। কাজী মনসাকে পূজা দিয়ে কুলে-ধনে-জনে রক্ষা পান। এ কাহিনীর দ্বারা কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তখন মুসলিম সমাজেও মনসাদেবীর প্রভাব ছিল।

- সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের মাধ্যমে বিজয় গুপ্ত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর ইসলাম ধর্মের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ত্রিশটি পালায় বিভক্ত করে ত্রিশদিন ধরে পূজামন্ডপে মনসা-চাঁদ-বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী গীত ও পঠিত হতো। সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধাভরে তা শুনত এবং ধর্মভাবে উদ্দীপিত হতো। এভাবেই বিজয় গুপ্ত এবং মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবি ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

- বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে তৎকালীন বাংলার অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যের রাজপ্রশস্তিতে তিনি সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) উল্লেখ করেছেন। কবির দৃষ্টিতে হোসেন শাহ ছিলেন 'সমরে দুর্জয়' এবং 'দানে কল্পতরু'। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখে জীবনযাপন করত। এসব ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য থাকার কারণে পদ্মাপুরাণ একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

- কবির পরিচয় –

"রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া-তক্সিম।।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্ডেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।।"

--- কাব্যের সূচনায় কবিকৃত এই আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, কবির নিবাস ছিল ফুল্লশ্রী গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলায়)। পিতা সনাতন ও মাতা রুক্মিণী ("**সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত**")। এছাড়া তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও বৈষ্ণবভক্ত।

- কাব্যের রচনাকাল – কাব্যের রচনাকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর রয়েছে। কেননা বিভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন তারিখের শ্লোক পাওয়া যায়। যেমন—

এক।

ঋতু শশী বেদশশী শক পরিমিত।

দুই-
ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হসেন সাহা নৃপতি তিলক।।

---১ম শ্লোক থেকে থেকে কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৯৪-৯৫ খ্রিঃ। কিন্তু প্রাচীন পুথিতে উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্লোকটি পাওয়া যাওয়ার কারণে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ২য় শ্লোক অনুযায়ী কাব্যের রচনাকাল হয় ১৪৮৪-৮৫ খ্রিঃ। সমালোচকের মতে প্রাচীন পুথিতে পাওয়া এই শ্লোকটিই আসল এবং এই সময়ে বাংলার শাসক ছিলেন জলালউদ্দীন ফতেহ শাহ, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নয়।

- বিজয়গুপ্তের কাব্য পূর্ববঙ্গে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সর্বপ্রথম বরিশাল থেকে বিজয়গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ" প্রকাশ করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুথির ভাষা নিয়ে সাহিত্যের গবেষকদের মধ্যে সংশয় দানা বাঁধে। যাইহোক বিজয়গুপ্তের কৃতিত্ব এতে কম হওয়ার নয়। সমকালীন অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক চিত্র এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়েও তার কৃতিত্ব যথেষ্ট। শিব, চণ্ডী, মনসা সাধারণ মানব-মানবীর মতো। কিন্তু চাঁদ চরিত্রের পরিকল্পনায় তার ত্রুটি থেকে গেছে। তাই সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "**দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বিজয়গুপ্ত চাঁদের চরিত্রটির পরিণতি নষ্ট করিয়া কাব্যের ভরাডুবি করিয়াছেন।**" তবে এ ত্রুটি সামান্যই। আশুতোষ ভট্টাচার্য বিজয়গুপ্তের যথার্থ মূল্যায়ণ করেছেন এই বলে, "**বিজয়গুপ্ত দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করেন নাই, মানবেরই মঙ্গলগান গাহিয়াছেন।**"

মনসামঙ্গল (নরখণ্ড)

বিজয়গুপ্ত

প্রথম ভাগ: প্রেক্ষাপট: দেবলোক থেকে নরলোক

- বিজয়গুপ্তের "পদ্মপুরাণ" বা "মনসামঙ্গল" কাব্যের আখ্যানভাগ প্রধানত দুটি খণ্ডে বিভক্ত—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। যদিও দেবখণ্ডে দেবী মনসার জন্ম, মহাদেব ও চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর সংঘাত ("গৌরীকোন্দল"), জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ ও স্বামিবিচ্ছেদ এবং অষ্টনাগের জন্মের মতো পৌরাণিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে , কাব্যের মূল রস ও ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হয়েছে নরখণ্ডে।

১.১ দেবখণ্ড থেকে নরখণ্ডে উত্তরণের কারণ

- কাব্যের এই মর্ত্যলোকে অবতারণার মূল কারণ স্বয়ং দেবী মনসার অভিলাষ। দেবলোকে স্বীকৃতি পেলেও মর্ত্যলোকে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই পূজা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কাব্যের মূল আখ্যান দেবলোক থেকে নরলোকে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। কবি বিজয়গুপ্ত স্বয়ং এই কাব্যের রচনার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, তাতে দেবী মনসা তাঁকে স্বপ্নে এই আখ্যান রচনার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের মধ্যেই নরখণ্ডের মূল আখ্যানবীজ নিহিত।
- দেবী মনসা কবিকে আদেশ করছেন:
- "আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

- গীতছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন।।"
- এই স্তবনের মূল বিষয়বস্তু কী হবে, দেবী তা-ও নির্দিষ্ট করে দেন। তাঁর মূল লক্ষ্য মর্ত্যের প্রধান শৈব ভক্ত, বণিকশ্রেষ্ঠ চান্দ সদাগরকে নত করে নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করা। তাই তিনি কবিকে নির্দেশ দেন:
- **"চান্দর সনে বাদ মোর করিও রচন।।"**
- এই একটি বাক্যই সমগ্র নরখণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করে। নরখণ্ডে আমরা দেখি, এই সংঘাতই কাহিনীর মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

১.২ নরখণ্ডের কেন্দ্রীয় সংঘাত

- বিজয়গুপ্তের কাব্যে এটি কেবল কোনো সাধারণ দেবতা ও মানুষের সংঘাত নয়, এটি দুটি প্রবল আদর্শের সংঘাত।
- ১. চান্দ সদাগরের পুরুষকার: একদিকে আছেন চম্পক নগরের অধিপতি, মহাদেবের পরম ভক্ত চান্দ সদাগর। তাঁর চরিত্র বিজয়গুপ্তের লেখনীতে "ধর্মে একনিষ্ঠা এবং পুরুষকার"-এর প্রতীক হয়ে উঠেছে| তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত শৈব ধর্মের প্রতি ভক্তি এবং স্বীয় পৌরুষ ও প্রচেষ্টার ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখেন। তিনি মনসাকে "লঘুজাতি" বা "কাণী" দেবী ভিন্ন অন্য কিছু মানতে প্রস্তুত নন।
- ২. মনসার প্রতিষ্ঠাকামনা: অন্যদিকে আছেন দেবী মনসা, যিনি স্বর্গের অন্যান্য দেবদেবীর মতো মর্ত্যবাসীর কাছ থেকে পূজা ও স্বীকৃতি আদায়ে বদ্ধপরিকর।
- নরখণ্ডের সমস্ত চরিত্র—সনেকা, লক্ষ্মীন্দর, বেহুলা—সকলেই এই দুই প্রবল শক্তির সংঘাতের মধ্যে পড়ে পিষ্ট হয়েছেন। এই আদর্শগত সংঘাতই নরখণ্ডের আখ্যানকে এক সুগভীর ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত করেছে।

দ্বিতীয় ভাগ: নরখণ্ডের চরিত্রপুঞ্জের সারণী ও সম্পর্ক

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের নরখণ্ড অংশটি আমাদের পাঠ্য। নীচে একটি তালিকায় নরখণ্ডের পরিচ্ছেদগুলো তুলে ধরা হল, এবং তার সংক্ষিপ্ত কাহিনি দেওয়া হল –

পরিচ্ছেদের নাম (পালা)	কাহিনি	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (PYQ-এর আলোকে হাইলাইটেড)
রাখাল বাড়ীর পূজা	এটি নর খন্ডের প্রথম পালা। এই পালায় দেবী মনসা নেতার সঙ্গে যুক্তি করে পিতা মহেশ্বরকে অনুরোধ করে মর্তলোকে পূজা প্রচারের জন্য আসেন। এই পালায় রাখালদের দ্বারা পূজা প্রচারিত হয়।	১)নেতার যুক্তিতে মনসা পিতামহকে গিয়ে অনুরোধ করায় বিপ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে মরতে আসে। ২)মনসার ঘর তৈরি করে বিশ্বকর্মা। ৩) এই পালায় ভাগীরথী নদীর উল্লেখ আছে।
হাসান হোসেন সংবাদ	এটি দ্বিতীয় পালা। এই পালায় মূলত হিন্দুয়ানী এবং মুসলিমদের বিরোধ লক্ষণীয় কিন্তু অবশেষে দেখা যাবে যে হাসান হোসেন মনসা পূজা প্রচার করেছে। কাজী মনসাকে পূজা দিয়ে রক্ষা পান।	১) দুই ভাই হাসান হোসেন। ২) হাসান হোসেনের শালার নাম দুলা। ৩) হোসেনের মা ছিলেন জাতিতে হিন্দু। ৪) পেয়াদা ছিল চারজন। ৫) তক্ষক নাগ নাগের প্রধান। ৬) পদ্ম ও মহাপদ্ম দুই ভাই। ৭) দুই ভাই হাসান হোসেন কে সাপে কাটলে শেষ পর্যন্ত কাজী মনসা পূজা করে।
"চান্দ পদ্মার অভিশাপ, চান্দর জন্ম বিবরণ"	এটি তৃতীয় পালা। এখানে মূলত চাঁদের জন্ম বিবরণ এবং চাঁদ ও পদ্মার মধ্যে অভিশাপের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পদ্মাবতী চাঁদকে অভিশাপ দেন এবং চাঁদও পাল্টা অভিশাপ দেন যে তিনি পূজা না করলে মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হবে না। চাঁদ বণিক কুলে জন্ম নেন এবং সনকার শিব পূজার বিরোধিতা করেন।	১) পদ্মাবতী মুনির বরে গর্ভবতী হয়। সেই গর্ভে আট জন নাগের জন্ম হয়। ২) পদ্মাবতী চাঁদকে অভিশাপ দেয় যে পৃথিবীতে গিয়ে তার পতন হবে। ৪)চাঁদ এখানে মনসাকে হিমন্ত নন্দিনী বলে আর জানায় যে সে শিবের সাধক পৃথিবীতে এসে মনসা পুজো করবে না। ৩) চাঁদ বণিক কোলে জন্ম নেয়। ৪) সনকার শিব পূজার বিরোধিতা করেন চাঁদ। ৫) সনকার ছয় পুত্রের বিদ্যাধর হওয়ার পর দেয় মনসা।
সোনেকার অপমান	এটি পঞ্চম পালা। এই পালায় সনকা মা মনসার পূজো করলে চাঁদ তাতে বাধা দেয় এবং সনকাকে অপমান করে।	১) মনসা পূজার খবর দিয়েছিল পাইক। ২) মনসা পূজার কলা শেষপর্যন্ত কুকুরে খায়। ৩) সনকা স্থির করে যে সে পদ্মার চরণে প্রাণ দেবে।
চান্দর গুয়াবারী নষ্ট	এটি ষষ্ঠ পালা। এই পালায় মনসা নেতার ষড়যন্ত্রে চাঁদের গুয়াবাড়ী (বাগান) নষ্ট করে। কিন্তু অবশেষে শংকর গাড়রী (ধন্বন্তরি ওঝা) তা পুনরুদ্ধার করেন।	১) গুয়াবাড়ী নষ্ট করার জন্য মনসা ঊনকোটি নাগ ও পদ্মা ডেকে আনে। পদ্মা নাগ রথে চড়ে আসে। ২) পদ্মা নরসিং কাটারি হাতে করে আনে। ৩) এই পালায় লেবু কাঁঠাল গাছের কথা আছে। ৪) চাঁদ তার গুয়াবাড়ী নষ্ট হবার কথা প্রথম ধনাকে জানায় এবং বলে শংকর গাড়রীকে মন্ত্র বলে সব ঠিক করে দিতে। ৫) মনসা এই পালাতে পূজা পায় না।
ধন্বন্তরিবধ	এটি সপ্তম পালা। এই পালায় মা মনসা মালিনি বেশ ধারণ করেন নেতার বুদ্ধিতে। কপটে মালিনী বেশ ধারণ করে শংকর ওঝার (ধন্বন্তরি) কাছে যায়। ওঝার	১) পদ্মাবতী মালিনী বেশ ধারণ করে নানা ফুলের পসরা নিয়ে শংকর এর কাছে যায়। ২) দেবী নাগা আভরণ পরেন। কানে কর্নফুল আর নাগের মুকুট

BAIO
Learn Together

STUDY
PRACTICE
PROGRESS

UGC NET & WB SET

Bengali Literature

Unit : 4

ছোটগল্প

(BENGALI SHORT STORY)

> ছোটগল্প
> জীবনের ছোট পরিসরে
> বড় সত্যকে বলার
> শিল্প।
>
> — সাহিত্য

- ধারা ও বৈশিষ্ট্য
- প্রধান কথাশিল্পী ও তাঁদের রচনা
- বিষয় ও শিল্পরীতি
- গল্পের ভাষা ও বর্ণনাকৌশল
- নির্বাচিত গল্পের আলোচনা
- সমালোচনা ও মূল্যায়ন
- আধুনিক ও সমকালীন ছোটগল্প

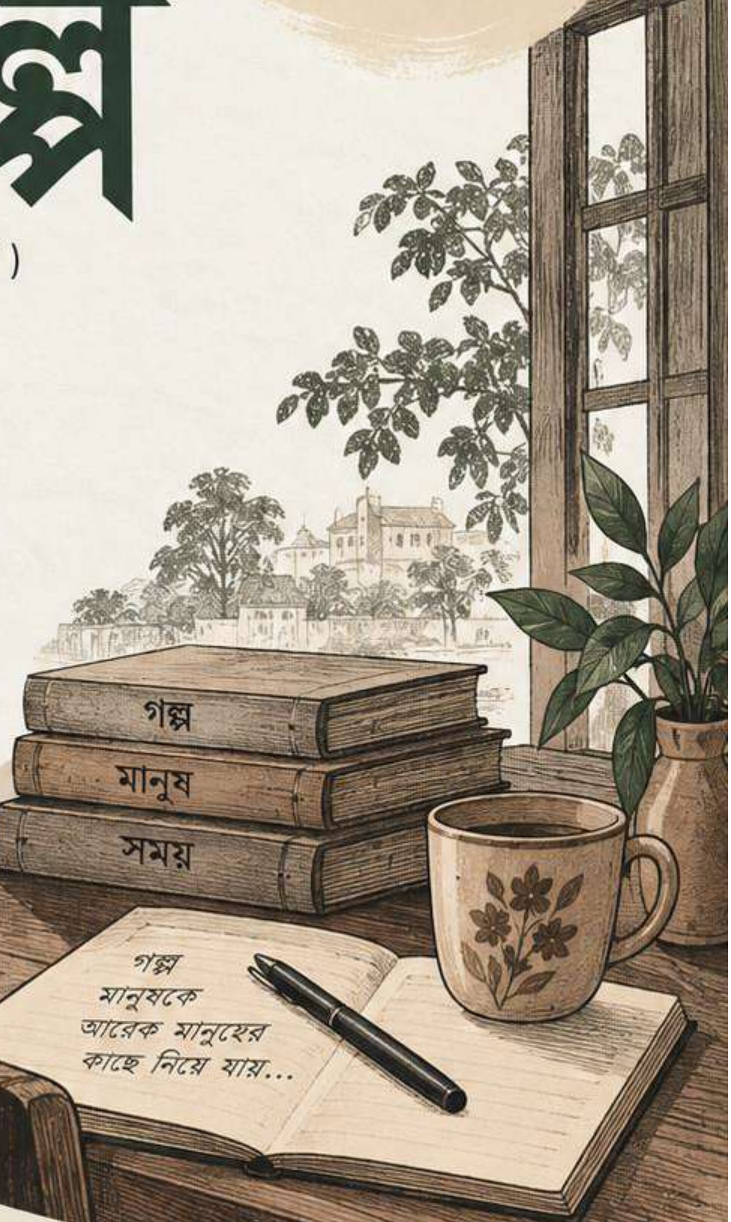

FOR
JRF & ASSISTANT PROFESSOR
WB SET & OTHER COMPETITIVE EXAMS

BAIO Learn Together — BY BAIO - LEARN TOGETHER

Unit - V ছোটোগল্প

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কুড়ানো মেয়ে

১. প্রকাশনা, পটভূমি ও সমালোচনা সংক্রান্ত চার্ট

বিষয়	তথ্য
লেখকের নাম	**প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়**
প্রথম প্রকাশ	*আষাঢ় ১৩০৬* বঙ্গাব্দ (ভারতী পত্রিকা)
গল্পগ্রন্থের নাম	**নবকথা** (প্রকাশকাল: *২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯* / কার্তিক ১৩০৬)
পরিচ্ছেদ সংখ্যা	**চারটি পরিচ্ছেদে** বিভক্ত: ১. বেহাই বাড়ি, ২. কার্য্যোদ্ধার, ৩. বুড়া বর, ৪. একখানি পত্র
গল্পের সময়কাল	**শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা** (বৃদ্ধের বিবাহ যাত্রার শেষ দিন **২০শে শ্রাবণ** স্থির হয়েছিল)
অন্যান্য তথ্য	সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের **কৃপণতার খ্যাতি বহুদূর ব্যাপ্ত**। গল্পটির শেষে অন্নদাচরণের চিঠিটি *২৭শে শ্রাবণ* তারিখের।

২. গল্পের সারাংশ বা সংক্ষিপ্তসার

গল্পটি **সীতানাথ মুখোপাধ্যায়** নামক এক **কৃপণ** বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অলঙ্কার উদ্ধারের প্রচেষ্টা এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র **অন্নদাচরণের** আকস্মিক দ্বিতীয় বিবাহের পটভূমিতে রচিত। পুত্রবধূ মারা যাওয়ার পর, সীতানাথ মতিগঞ্জে তার বেহাই **হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** বাড়ি যান, বধূকে দেওয়া **২০০০ টাকার** অলঙ্কার ফিরিয়ে আনতে। হৃষীকেশ নিঃস্ব হলেও কুলীন নাতনির ভবিষ্যতের জন্য অলঙ্কারগুলি রাখতে চেয়েছিলেন।

এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে সীতানাথ অলঙ্কার না নিয়ে নবগ্রামে ফিরে জানান যে নৌকাডুবিতে **চন্দ্রবাটীর ভূধর চাটুয্যে** অলঙ্কারগুলি চুরি করেছে। ভূধর চাটুয্যে শর্ত দেয় যে, **অন্নদাচরণের** সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিলে তবেই অলঙ্কার ফেরত দেবে। অলঙ্কার উদ্ধারের লোভে সীতানাথ নিজেই **২০শে শ্রাবণ** তারিখে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হন।

পরিবারস্থ সকলের প্রচেষ্টায় অন্নদাচরণ চন্দ্রবাটী যান এবং সেখানে জানতে পারেন যে মেয়েটি আসলে **ভূধর চাটুয্যের কুড়ানো মেয়ে** যার জাতি-কুলের ঠিকানা নেই। অন্নদাচরণ তাকে দেখে বিস্মিত হন, কারণ মেয়েটি তার **পরলোকগতা স্ত্রীর অবিকল মুখশ্রীর** অধিকারী। অনুসন্ধানে জানা যায়, *অম্লশূল রোগে আক্রান্ত এই মেয়েটি আসলে অন্নদাচরণের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ১২ বছর আগে হারানো কন্যা, অর্থাৎ অন্নদাচরণের শ্যালিকা (পরলোকগতা স্ত্রীর সহোদরা ভগিনী)*। পিতা সীতানাথকে **সম্পর্ক বিরুদ্ধতা** ও **বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার গলগ্রহতা** থেকে বাঁচাতে অন্নদাচরণ নিজেই মেয়েটিকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন।

❖ **'কুড়ানো মেয়ে': পরিচ্ছেদভিত্তিক তথ্য ও সংক্ষিপ্ত কাহিনি**

পরিচ্ছেদের নাম	সংক্ষিপ্ত কাহিনি	উল্লেখযোগ্য তথ্য ও ঘটনা
১. বেহাই বাড়ি	**শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গায়** মতিগঞ্জের ঘাটে **কৃপণ** সীতানাথ মুখোপাধ্যায় (নবগ্রাম নিবাস) তার বৈবাহিক হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছান, যার মেয়ে (সীতানাথের ছোট পুত্রবধূ) ৫-৬ মাস আগে মারা গেছে। অলঙ্কার উদ্ধারের পূর্বে তিনি **৫ মাঝিকে** খোরাকির জন্য প্রথমে **১ সিকি (৪ আনা)**, তারপর **দু গণ্ডা (৮ পয়সা)** ও শেষে **৪ পয়সা** দিয়ে বিদায় দেন। তিনি নাতনির মুখ দেখে একটি **টাকা** বের করেন (বদান্যতার পরিচয়)। রাতে সীতানাথ তামাক চাইলে চাকর ছেলেটি **৩টের সময়** বাকি তামাক জানালা দিয়ে ফেলে দেয়।	গল্পের শুরু: **অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা**। হৃষীকেশ **৩০০০ টাকা** খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। হৃষীকেশ **চালানের ব্যবসায় লোকসান** দিয়ে ঋণে জড়িত। সীতানাথের **কৃপণতাখ্যাতি বহুদুর ব্যাপ্ত**। পুত্রবধূ রেখে যাওয়া শিশু কন্যাটি ছিল **ফরাসী ছিটের দোলাই জড়ান**।
২. কার্য্যোদ্ধার	সীতানাথ তার **২০০০ টাকার** অলঙ্কার ফেরৎ চান। শোকগ্রস্ত হৃষীকেশ অলঙ্কার দিতে অপারগতা জানালে, সীতানাথ প্রথমে নিজের **গাই রাঙীর** উদাহরণ দিয়ে শোকের ভূমিকা বাঁধেন। হৃষীকেশ জানান, অলঙ্কারের **চাবি ছোট বউয়ের মায়ের কাঁকালে ছিল, সে তারই সঙ্গে চিতায় উঠেছে**। অলঙ্কার দিতে দেরী হওয়ায় সীতানাথ অভিশাপ দেন: **'পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে, তেরাত্তির পোয়াবে না'**। অবশেষে হৃষীকেশ **কামার ডেকে এনে দোতলার সিন্দুক ভাঙ্গিয়ে** অলঙ্কার বের করে দেন।	সীতানাথের বড় বৌমা বলেছিল: *'আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হতো না'*। হৃষীকেশ অলঙ্কারগুলি **নাতনির বিবাহের জন্য** রেখে দিতে চেয়েছিলেন। সীতানাথ গঙ্গাস্নান করে উচ্চস্বরে মাঝিকে মিথ্যা বলেন: *'ও মাঝি যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলাম, সে তারা রাজি নয়'*। অলঙ্কার নিতে দেরি হওয়ায় সীতানাথ গান ধরেন: *ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার, / শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।*
৩. বুড়া বর	ফেরার পথে নৌকা **গুণ ছিঁড়িয়া** যাওয়ায় সেটি **চন্দ্রবাটীর ঘাটে** প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া **ভেঙে যায়**। **ভূধর চট্টোপাধ্যায়** সীতানাথকে জল থেকে তুলে তাঁর প্রাণ বাঁচালেও গহনার বাক্সটি চুরি করেন। ভূধর শর্ত দেন যে **অন্নদাচরণের** সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিলে অলঙ্কার ফেরত দেবেন। অন্নদাচরণ (**এল.এ ফেল করা নব্য যুবক**) রাজি না হওয়ায়, সীতানাথ নিজেই **২০শে শ্রাবণ**	সীতানাথ ছেঁড়া **বালাপোষ ও পাগড়ি** পরে বাড়ি ফেরেন। তার ভৃত্য **নিতাই** ছিল **তাঁতির ছেলে**; তার **পাকা বাঁশের লাঠিটির** প্রতি লোভ ছিল। অন্নদাচরণ **'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু'** কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র **শ্রীনিবাস** নিজেকে আইনজ্ঞ

	তারিখে সেই মেয়েকে বিবাহ করার ঘোষণা দেন। পরিবারস্থ সকলে **১০০০ টাকা** চাঁদা তুলে অন্নদাকে দেন ভূধরের থেকে অলঙ্কার উদ্ধার করতে।	মনে করতেন এবং **আট আনা** দিয়ে *'মোক্তার গাইড'* কিনেছিলেন। **ভূধরের ভগ্নিপতি** থানার দারোগা ছিল।
৪. একখানি পত্র	অন্নদাচরণ **২৭শে শ্রাবণ** চন্দ্রবাটী থেকে পিতাকে চিঠি লেখেন। তিনি জানতে পারেন মেয়েটি **জাতি কুলের ঠিকানা নাই**, এবং **মহাবারুণী যোগের সময় ত্রিবেণীতে কুড়ানো মেয়ে**। মেয়েটি তার **পরলোকগতা স্ত্রীর অবিকল মুখশ্রী** এবং **অম্লশূল** রোগের লক্ষণ দেখে অন্নদা নিশ্চিত হন যে সে তার **শ্যালিকা**। **ভূধর চাটুয্যে অলঙ্কারের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা** বলেছেন। সীতানাথকে **সম্পর্ক বিরুদ্ধতা** ও **বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার গলগ্রহতা** থেকে বাঁচাতে অন্নদা নিজেই মেয়েটিকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন।	অন্নদা পিতাকে আসার পূর্বে **গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের** দোকান থেকে *'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু'* কাব্যটির **অবিক্রীত খণ্ডগুলি** আনতে বলেন। মেয়েটি **১২-১৩ বৎসর পূর্বে** হারায়, তখন বয়স ছিল **২ বছর**। অন্নদাচরণ নিজের নাম লেখেন: **শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা**। সমাপ্তির উক্তি: *এরূপ শিথিলনীতিক মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি।*

৩. চরিত্র পরিচিতি

চরিত্র	পরিচয়	বয়স/সম্পর্ক	বিশেষত্ব
সীতানাথ মুখোপাধ্যায়	**গল্পের মূল চরিত্র**, শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।	**নবগ্রাম** নিবাস, **৫ ছেলে**।	**কৃপণতার খ্যাতি** ছিল; প্রথমে **১** সিকি, পরে ৮ ও ৪ পয়সা দিয়ে ৫ মাঝিকে বিদায় দেন।
হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	সীতানাথের বৈবাহিক, কুড়ানো মেয়ের পালক পিতা।	**মতিগঞ্জ** নিবাস। **চালানের ব্যবসায়** লোকসান দিয়ে ঋণে জড়িত।	কন্যার বিবাহে **৩ হাজার টাকা** খরচ করেছিলেন।
অন্নদাচরণ	সীতানাথের **কনিষ্ঠ পুত্র**।	*এল.এ ফেল করা নব্য যুবক।*	*'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু'* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। **দ্বিতীয়বার** কুড়ানো মেয়েকে বিবাহ করেন।
কুড়ানো মেয়ে	ভূধর চাটুয্যের পালিতা কন্যা।	কুড়িয়ে পাওয়ার সময় **২ বছর**, এখন **১২-১৩ বছর** আন্দাজ।	অন্নদাচরণের **শ্যালিকা** (স্ত্রীর ছোট বোন) প্রমাণিত হয়। মাঝে মাঝে **অম্লশূলের বেদনা** হয়।
শ্রীনিবাস	সীতানাথের **জ্যেষ্ঠ পুত্র**।	-	নিজেকে **আইনজ্ঞ ব্যক্তি** মনে করতেন। **৮ আনা** খরচ করে *'মোক্তার গাইড'* কিনেছিলেন।
ভূধর চট্টোপাধ্যায়	**চন্দ্রবাটীর** ভদ্রলোক।	-	নৌকাডুবির পর সীতানাথকে উদ্ধার করেন। *নীতিজ্ঞান অতি শোচনীয়* ছিল।
নিতাই	সীতানাথের ভৃত্য।	-	**তাঁতির ছেলে**; মাহিনা পায় না, **প্রসাদ** পায় মাত্র। *পাকা বাঁশের লাঠিটির* প্রতি লোভ ছিল।
বড়বধূ	সীতানাথের বড় পুত্রবধূ।	প্রায় **দশ বছর** ধরে গৃহিণী।	ছোট বউয়ের শোকে *আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন।*
ঝিয়ের ছেলে	হৃষীকেশের চাকর।	বালক।	**নতুন তামাক খেতে** শিখেছিল।
যিনি কুড়িয়ে পান	ভূধর চট্টোপাধ্যায়।	-	**মহাবারুণী যোগের** সময় ত্রিবেণীতে খুঁজে পান।

◆ **প্রথম এবং শেষ লাইন এবং বক্তা**

বিবরণ	উক্তি	বক্তা
সূচনা লাইন	**অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থমূল লেহন করিয়া বহিতেছে।**	**কথক** (Narrator)
শেষ লাইন	**এরূপ শিথিলনীতিক মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি-- শ্রীঅঃ**	**শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা** (পুনশ্চ ২-এর শেষে)

৪. অন্যান্য তথ্যের চার্ট

তথ্য	বিবরণ
সংখ্যাভিত্তিক তথ্য	
মোট পুত্র	**৫ জন**।
মাঝি সংখ্যা	**৫ জন**।
অলঙ্কারের মূল্য	**২০০০ টাকা** (বিবাহে প্রদত্ত)।
বিবাহের খরচ (হৃষীকেশ)	**৩০০০ টাকা** খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেন।
অলঙ্কার উদ্ধারের পরিকল্পনা	**১০০০ টাকা** চাঁদা তুলে ভূধরকে দেওয়ার মতলব।
হারানো ও উদ্ধারের বয়স	হারানো **১২-১৩ বৎসর পূর্বে**; বয়স তখন **২ বৎসর**।
পত্র ও অন্যান্য	
পত্রের লেখক ও তারিখ	**শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা, ২৭শে শ্রাবণ**।
উল্লিখিত গ্রন্থ	**ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু** (অন্নদাচরণের রচিত কাব্য)। **আত্মজীবন চরিত** (অন্নদাচরণের অলিখিত গ্রন্থ)। **মোক্তার গাইড** (শ্রীনিবাস ৮ আনা দিয়ে কেনেন)।
পশুর নাম	সীতানাথের পালিত গাই গরুর নাম **রাঙী**।
বিবাহের শেষ দিন	**২০শে শ্রাবণ** (ভূধর চাটুয্যে **১০ দিন** সময় দিয়েছিল)।
গান	*ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার, / শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।* (সীতানাথ গান করেন)।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

কুড়ানো মেয়ে: বিস্তারিত ঘটনাপ্রবাহ (পরিচ্ছেদ অনুসারে)

প্রথম পরিচ্ছেদ: বেহাই বাড়ি

- গল্পের শুরু: **অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থমূল লেহন করিয়া বহিতেছে।**
- একখানি **জীর্ণ কলেবর ভাউলে** আসিয়া ঘাটে লাগিল।
- একটি **শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ**, নাম **সীতানাথ মুখোপাধ্যায়** তীরে অবতরণ করলেন। **সীতানাথের বাড়ি নবগ্রাম**।
- মাঝি বৃদ্ধের **ব্যাগ, ছাতা ও লাঠি** নামিয়ে দিয়েছিল।
- বৃদ্ধ মাঝিদের খোরাকীর জন্য প্রথমে একটি **সিকি (চার আনা)** বের করেন।
- মাঝি বলে: **'কর্তা, আমরা পাঁচটা প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভরবে?'**।
- বৃদ্ধ আরও **দু'গন্ডা পরসা (৮ পয়সা)** দেন।
- উভয়পক্ষের কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ **চারিটা পয়সা** ফেলে দেন। **মাঝিরা মোট পাঁচজন ছিল**।
- বৃদ্ধ মাঝিকে মৃদুস্বরে বলতে বলেন যে **তাঁহার ঠাকুরমশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন**।
- নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্বে **এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না** কারণ **তাঁহার কৃপণতাখ্যাতি বহুদূর ব্যপ্ত**।
- **মতিগঞ্জ সীতানাথের বেহাই বাড়ি**।
- **পাঁচ বছর পূর্বে হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** কন্যার সঙ্গে সীতানাথের **কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের** বিবাহ হয়েছিল।
- বধূমাতা **পাঁচ ছয় মাস আগে** একটি **কচি মেয়ে** রেখে ইহলোক ত্যাগ করে।
- সীতানাথ তার বেহাই বাড়িতে গিয়ে বৈঠকখানায় বসেন, যেখানে **বসুধারার সপ্ত রেখা আজও বিদ্যমান** ছিল।
- **বসুধারা হল বিবাহ অনুষ্ঠানে আঁকা একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন**।
- বিবাহের সময় হৃষীকেশের অবস্থা ভালো ছিল এবং তিনি **তিন হাজার টাকা খরচ করে** তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।
- হৃষীকেশ **চালানের ব্যবসা** করে **পাঁচ বছরের লোকসানে নিঃস্ব** হয়ে **ঋণে জড়িত** হয়ে পড়েছিলেন।
- এক **ছোঁড়া চাকর (নতুন তামাক খেতে শিখেছিল)** বেড়া বাঁধতে বাঁধতে সীতানাথের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। চাকরটি হাতের **কাস্তেটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়েছিল**।
- হৃষীকেশ **আধময়লা ধুতি ও একটা মোটা চাদর** পরে বের হন। তার **চক্ষু কোটরগত**।
- ঝি **ফরাসী ছিটের দোলাই জড়ানো শীর্ণকায় শিশুকন্যাকে** (নাতনি) কোলে করে আনে।
- পিতামহ সীতানাথ শিশুটির মুখ দেখার জন্য প্রথমে নগদ একটি **আধুলি** বের করেন, পরে ভেবে **একটি টাকা** বের করে দেন। *ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই।*
- ঝি অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবে: **'মর মিন্‌সে এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি, আহা তাতে আবার মা মরা, একটু সোনা জুটলো না মুখ দেখতে।'**।
- বেহাইন ক্রন্দন আরম্ভ করলে সীতানাথ পুজার আসনে বসে কেবল মাথা নাড়িয়া বলেন: **"হা নারায়ণ, কি করলে?"**।
- রাতে বৈঠকখানায় সীতানাথ শুয়েছিলেন। তার পাশে **ছোঁড়া চাকর কম্বল পেতে** শুয়েছিল।
- তামাক সাজার ভয়ে চাকরটি শেষবার তামাকটুকু **জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল**।
- রাত **তিনটের সময়** যখন সীতানাথ তামাক চাইলে, চাকরটি বলে: **"তামুক আর নেই ঠাকুর, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।"**।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কার্য্যোদ্ধার

- সকাল হলে সীতানাথ **দূর্গা দূর্গা বলিয়া** গাত্রোত্থান করেন।
- সীতানাথের **পালিত গাই গরুর নাম রাঙী**।
- সীতানাথের **বড় বৌমা** ছোট বউয়ের শোকে **একবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিল**। তিনি বলেছিলেন: **"আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হতো না।"**।
- সীতানাথ ভূমিকা বর্জন করে কাঠখোট্টাভাবে **বধুমাতার অলঙ্কারগুলির** (যার মূল্য **২০০০ টাকা**) কথা উত্থাপন করেন।
- হৃষীকেশ অলঙ্কার দিতে অপারগতা জানান। তিনি **নাতনিটির বিবাহের জন্য** অলঙ্কারগুলি রাখতে চেয়েছিলেন।
- হৃষীকেশ অলঙ্কার না দেওয়ার কারণ দেখান যে, *'শোকটা বড্ড নতুন'* এবং **চাবি ছোট বউয়ের মায়ের কাঁকালে ছিল, সে তারই সঙ্গে চিতায় উঠেছে**।
- সীতানাথ শ্লেষের স্বরে বলেন: **"মানুষের শরীর-পদ্মপত্রের জল। আজ আছে কাল নেই। এক দন্ডের কথা বলা যায় না, এক বৎসর যদি আমি না বাঁচি?"**।
- হৃষীকেশ মনে মনে বলেন: **'না বাঁচ ত ওই গহনাতে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করা যাবে।'**।
- অলঙ্কার নিতে দেরি হওয়ায় সীতানাথ গুন গুন করে গান করেন: **ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার / শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার**।
- সীতানাথ অভিশাপ দেন: **"যদি না দাও তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে, তেরাত্তির পোয়াবে না।"**।
- সীতানাথের অপমানসূচক ব্যবহারে হৃষীকেশ **কামার ডেকে এনে দোতলার সিন্দুক ভাঙ্গিয়ে** অলঙ্কার বের করে দেন।
- অলঙ্কার নিয়ে যাওয়ার দিন সকালে সীতানাথ গঙ্গাস্নান করে উচ্চস্বরে মাঝিকে মিথ্যা বলেন: **'ও মাঝি যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলাম, সে তারা রাজি নয়, বলে অত গরীবের ঘরে আমরা মেয়ে দেবনা।'**।
- সীতানাথ অলঙ্কার নিয়ে বিদায় হলে **হৃষীকেশ ও তাঁর স্ত্রীর মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না**।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বুড়া বর

- তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয় **ভোর দিয়ে**। সীতানাথ **ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে** আর মাথায় **পাগড়ি** পড়ে বাড়ি ফেরেন।
- বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। দুই পাশে দুটো ইঁটের **দেউড়ি** ছিল, যা **বহুদিন সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষত** হয়ে গেছিল।
- ভৃত্য **নিতাই (তাঁতির ছেলে, প্রসাদ পায় মাত্র)** তাকে দেখে অবাক হয়। নিতাই **পাকা বাঁশের লাঠিটির** প্রতি লোভ ছিল।

- সীতানাথ **হুকাটি কলঙ্ক ধরা পিতলের বৈঠকের উপর** রেখে দেন। তিনি বলেন: **"হা হা হা হা-সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।" (চারবার হা হা হা হা** এবং **দুবার সর্বনাশ হয়ে গেল** বলেন)।
- নিতাই **চকমকি ঠুকে সোলায় আগুন ধরিয়েছিল**।
- **বড় বউঠাকুরাণী বারান্দা মার্জনা করছিলেন**। তিনি নিতাইকে **বড়বাবুকে (শ্রীনিবাস)** ডাকতে বলেন।
- সীতানাথ জানান, নৌকা **গুণ ছিঁড়ে** যাওয়ায় **চন্দ্রবাটীর ঘাটে** একখানা **মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া ভেঙে গিয়েছিল**।
- গহনার বাক্স **সীতানাথের পিঠে চাদর দিয়ে বাঁধা ছিল**।
- **ভূধর চট্টোপাধ্যায়** অচেতন সীতানাথকে জল থেকে তুলে তাঁর প্রাণ বাঁচালেও গহনার বাক্স নেন।
- থানার দারোগা ভূধরের **ভগ্নিপতি** হওয়ায় **ডায়েরি নেয়নি** এবং উল্টে সীতানাথকে **মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখায়**।
- ভূধর চাটুয্যে শর্ত দেন: **"তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও... পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে।"**।
- সীতানাথের **জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনিবাস** নিজেকে **আইনজ্ঞ ব্যক্তি** মনে করতেন। তিনি **আট আনা খরচ করে 'মোক্তার গাইড'** বইটি কিনেছিলেন।
- কনিষ্ঠ পুত্র **অন্নদাচরণ** ছিলেন **এল-এ ফেল করা নব্য যুবক**, যার চেহারাটি দিব্য এবং **রবীন্দ্রীয় কেশদাম** তার কমনীয় মুখসৌন্দর্য বর্ধিত করেছিল।
- অন্নদা **স্ত্রীবিয়োগের পর 'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু'** নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি **সকাল ও সন্ধ্যায় বিস্কুটের সঙ্গে চা পান** করতেন।
- ভূধর চাটুয্যে **দশ দিন** সময় দিয়েছিল; **২০শে শ্রাবণ** বিবাহের শেষ দিন।
- অন্নদা রাজি না হলে সীতানাথ **নিজে বিবাহ** করার ঘোষণা দেন: **"দ-দুহাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না, ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।"**।
- সীতানাথের বিবাহ উদ্যোগে পরিবারস্থ সকলে **১০০০ টাকা** চাঁদা তুলে এবং কিছু ঋণ করে অন্নদাকে দেন।
- **২৪শে শ্রাবণ** সীতানাথ **রেলপথে কলকাতা যাত্রা** করেন। সন্ধ্যায় **অন্নদার নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে রওয়ানা হইল**।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একখানি পত্র

- এই পরিচ্ছেদে **২৭শে শ্রাবণ** তারিখে অন্নদাচরণ চন্দ্রবাটি থেকে পিতাকে চিঠি লেখেন।
- চিঠির শুরু: **পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়, শ্রীচরণকমলেষু, / সংখ্যাহীন প্রণামান্তে নিবেদন**।
- ভূধরের জ্ঞাতি এক **বিজ্ঞ ভদ্রলোক** অন্নদাকে জানান: মেয়েটি **জাতি কুলের ঠিকানা নাই**। মেয়েটি **কুড়ানো মেয়ে**।
- মেয়েটিকে **বারো তেরো বৎসর পূর্বে মহাবারুণীযোগে ত্রিবেণীতে** ভূধর চাটুয্যে **কুড়াইয়া পায়**। তখন তার বয়স ছিল **দুই বৎসর আন্দাজ**।
- মেয়েটির মুখ **পরলোকগতা ছোটবধূর অবিকল** ছিল।
- মেয়েটির মাঝে মাঝে **অম্লশূলের** মতো বেদনা হয়, যা *দুদিন কখনও বা তিন দিন বুক যায় বুক যায় শব্দ* করে।
- অন্নদা নিশ্চিত হন যে মেয়েটি তার **শ্যালিকা**—অর্থাৎ তার শ্বশ্রুঠাকুরাণীর **১২ বছর আগে হারানো মেয়ে**। অম্লশূলের ব্যারামটি অন্নদার **শ্বশ্রূ ঠাকুরানির ও শ্যালকদের আছে, তার স্ত্রীরও ছিল**।
- ভূধর চাটুয্যে স্বীকার করেন যে **অলঙ্কারের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা** ছিল। তিনি কেবল **মেয়েটিকে পার করিবার** জন্য মিথ্যা বলেছিলেন।
- অন্নদা পিতাকে লেখেন যে **সম্পর্ক বিরুদ্ধতা** ও **বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার গলগ্রহতা** থেকে বাঁচাতে তিনি নিজেই মেয়েটিকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।
- অন্নদা পিতাকে আসার পূর্বে **গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের** দোকান থেকে তার রচিত *'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু'* কাব্যটির **সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি** সঙ্গে আনতে বলেন।
- অন্নদা তার আর একটি **অলিখিত গ্রন্থ 'আত্মজীবন চরিত'** গুরুদাসকে প্রকাশ করার জন্য দিতে চেয়েছিলেন।
- অন্নদাচরণ চিঠিতে নিজের নাম লেখেন: **শ্রী অন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা**।
- শেষ বাক্য: **এরূপ শিথিলনীতিক মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি-- শ্রীঅঃ**।

৬. বিগত বছরের প্রশ্ন (PYQ কাঠামো)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প থেকে বিগত বছরগুলিতে যে ধরণের প্রশ্ন এসেছে, তার একটি কাঠামো নিচে দেওয়া হলো:

- **'বিবাহের বিজ্ঞাপন'** গল্প থেকে একটি সরাসরি MCQ প্রশ্ন এসেছিল (25SET23), যেখানে গল্পের বিজ্ঞাপনের নীচের নাম জানতে চাওয়া হয়েছিল (উত্তর: লালা মুরলীধর লাল)।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পের PYQ-এর ধরণ অনুসারে, **'কুড়ানো মেয়ে'** থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রশ্নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

1. **অলঙ্কারের মূল্য (২০০০ টাকা) এবং অলঙ্কার উদ্ধারের জন্য ধার্যকৃত অর্থ (১০০০ টাকা)।**
2. **সীতানাথের কৃপণতার প্রতীক (মাঝিদের দেওয়া পয়সার পরিমাণ: সিকি, ৮ পয়সা, ৪ পয়সা)।**
3. **চরিত্রের উক্তি** (যেমন: কুসুমের বাবার উক্তি, বড় বৌমার শোক, সীতানাথের অভিশাপ)।
4. **অম্লশূল রোগের লক্ষণ ও কুড়ানো মেয়ের আসল পরিচয় (শ্যালিকা)।**
5. **অন্নদাচরণের রচিত গ্রন্থের নাম ('ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু') এবং উপাধি ('শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্মা')।**

আপডেটেড সংযোজন: কুড়ানো মেয়ে

- **মাঝিদের দেনাপাওনা ও সীতানাথের কৃপণতার ক্রম:**
  - ঘাটে ভেড়া নৌকাটিতে মাঝির সংখ্যা ছিল **৫ জন**।
  - সীতানাথ মাঝিদের খোরাকির জন্য প্রথমে **১ সিকি (৪ আনা)** দেন। মাঝিরা আপত্তি করলে পুনরায় **২ গণ্ডা পয়সা (৮ পয়সা)** দেন। মাঝিদের অসন্তোষ দূর না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত রাগ করে আরও **৪ পয়সা** ছুড়ে ফেলে দেন।
  - কৃপণ হলেও নাতনির মুখ দেখে সীতানাথ সিন্দুক থেকে একটি **রুপোর টাকা** বের করে দিয়েছিলেন।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

- **সংজ্ঞা:** প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতায় (চর্যাপদ, ব্রজবুলি পদাবলী) এবং আধুনিক যুগের কিছু বিশেষ উদ্দীপনামূলক বা ধ্রুপদী কবিতায় যেখানে হ্রস্বস্বরাশ্রিত মুক্তদল ১ মাত্রা কিন্তু দীর্ঘস্বরাশ্রিত বা শ্বাসাঘাতপ্রাপ্ত মুক্তদল ২ মাত্রা (কলা) হিসেবে গণনীয় হয়, তাকে **প্রত্নকলাবৃত্ত** বা **প্রত্ন-কলাবৃত্ত** ছন্দ বলা হয়।
- **দৃষ্টান্ত ১ (রবীন্দ্রনাথের 'আবাহন' কবিতা):**

"দেশ দেশ নন্দিত করি / মন্দ্রিত তব ভেরী / আসিল যত বীরবৃন্দ / আসন তব ঘেরি"

  - *বিশ্লেষণ:* এখানে 'দেশ', 'মন্দ্রিত', 'ভেরী', 'বীরবৃন্দ', 'ঘেরি' প্রভৃতি পদে দীর্ঘস্বর ও জোর উচ্চারণের কারণে মুক্তদলের দ্বিমাত্রিক প্রসারণ ঘটেছে। এটি প্রত্নকলাবৃত্তের আধুনিক প্রয়োগ।

- **দৃষ্টান্ত ২ (গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদ):**

"কণ্টক গাড়ি / কমলসম পদতল / মঞ্জীর চীঅরহি ঝাঁপি"

  - *বিশ্লেষণ:* ব্রজবুলি পদে দীর্ঘস্বরাশ্রিত মুক্তদলগুলো (যেমন 'গা' , 'চী') ২ কলামাত্রার মূল্য পাওয়ায় এটি প্রত্নকলাবৃত্ত ছন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

২. ছন্দের চতুরঙ্গ রূপ ও যতি-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত:

- **অণুযতি (Sub-pause / Juncture):** প্রবোধচন্দ্র সেন পংক্তির প্রতিটি দলের মধ্যকার সূক্ষ্ম বিরতিকে অণুযতি বললেও, আধুনিক ছন্দতত্ত্ববিদ ড. পবিত্র সরকার জানিয়েছেন যে ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে এটি 'ক্লোজ জাংচার' (Close juncture)। কাব্যপাঠের সময় পর্বের অভ্যন্তরে কোনো বাস্তব বিরতি অনুভূত হয় না বলে আধুনিক ছন্দবিচারে 'অণুযতি' ধারণাকে গ্রহণ করা হয় না।
- **প্রস্বরাশ্রিত পর্ব (Accented Bar):** দলবৃত্ত ছন্দে কেবল মাত্রা গণনা প্রধান নয়, প্রতিটি পর্বের প্রথম দলে অবস্থিত প্রবল **শ্বাসাঘাত বা প্রস্বরের (Stress)** তীব্রতাই পর্বের গঠন ও দ্রুতির প্রধান নিয়ামক।

৩. আধুনিক কবিদের ছন্দের রূপবৈচিত্র্য ও প্রয়োগ-রীতি:

- **কাজী নজরুল ইসলাম:** মাত্রাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দে আরবি-ফারসি ধ্বনিসংঘাত এনে ছন্দের গতি বাড়িয়েছেন। তিনি ৬ মাত্রার মূল কলাবৃত্ত প্রবাহের ভেতরে আকস্মিক ৫ মাত্রার উপপর্ব প্রবেশ করিয়ে ছন্দে বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন (যেমন: 'বিদ্রোহী' কবিতা)।
- **জীবনানন্দ দাশ:** মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জনের সংবৃত রূপ ভেঙে তাকে বিশ্লিষ্ট করে উচ্চারণ করার স্বাধীনতা নিয়েছেন। এর ফলে তাঁর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এক ধরণের দীর্ঘ, শ্রান্ত ও শ্লথ বাকস্পন্দ তৈরি হয় (যেমন: 'বনলতা সেন', 'আট বছর আগের একদিন')।
- **বিষ্ণু দে:** কলাবৃত্ত ছন্দে ৭ মাত্রার পর্বের মাঝখানে ৩ মাত্রার বিষম পদক্ষেপ যোগ করে ছন্দের লঘুতা ভেঙে প্রবহমানতা এনেছেন (যেমন: 'কঙ্কাবতী', 'ঘোড়সওয়ার')।
- **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত:** তানপ্রধান অক্ষরবৃত্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তৎসম শব্দগাম্ভীর্য রক্ষা করে অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতাকে আধুনিক মনস্তাপ প্রকাশের উপযোগী করেছেন।

৪. গদ্যছন্দ ও গদ্যরীতির বিবর্তনভিত্তিক রূপ:

- **গদ্যছন্দের আদি প্রবর্তক:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী', 'পত্রপুট')।
- **গদ্যরীতির প্রধান দুটি শাখা: ১. নিটোল গদ্য (নিরেট গদ্য):** পদ্যের মতো পংক্তি না ভেঙে সাধারণ গদ্যের কায়দায় লেখা (যেমন: 'লিপিকা'-র রচনাবলী)। ২. **পদ্যছত্রিক গদ্য:** বাক্য গদ্যের হলেও পদ্যের মতো ছোট ছোট ছত্রে সাজিয়ে লেখা।

PYQ INSIGHT

বাংলা ছন্দের রূপরীতি ও রূপবৈচিত্র্য: UGC NET ও WB SET-এর ট্রেন্ড অ্যানালিসিস (Trend Analysis)

UGC NET এবং WB SET পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে 'বাংলা ছন্দের রূপরীতি ও রূপবৈচিত্র্য' অধ্যায়টি থেকে ৪টি প্রধান কাঠামোর প্রশ্ন আসতে দেখা যায়:

১. স্ক্যানশন ও কবিতাংশের ছন্দ শনাক্তকরণ (Scansion & Rhythm Identification): পরীক্ষায় কবিতার ২ থেকে ৪টি পংক্তি তুলে দিয়ে সেটি কোন ছন্দের অন্তর্গত তা নির্ণয় করতে দেওয়া হয়।

- **সাম্প্রতিক ট্রেন্ড:** সাধারণ দলবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের সহজ উদাহরণের বদলে এখন ৬ মাত্রার কলাবৃত্ত, মুক্তক দলবৃত্ত, গদ্যছন্দ অথবা চর্যাপদ ও ব্রজবুলির 'প্রত্নকলাবৃত্ত' ছন্দ থেকে উদাহরণ বেশি তুলে ধরা হচ্ছে।

২. ছন্দোবন্ধ ও মাত্রাবিভাজন মিলকরণ (Metrical Forms Matching): তালিকা-১ এ বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের নাম (যেমন: তরল পয়ার, মালঝাঁপ, ভঙ্গপদী, মহাপয়ার, দীর্ঘপয়ার, একাবলী, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী) এবং তালিকা-২ এ সেগুলোর পর্ব ও মাত্রাবিভাজন (যেমন: ৮+৬, ৮+১০, ৭+৭, ৪+৪+৬, ৪+৪+৪+২) মেলানোর প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসছে।

৩. ছান্দসিকদের দেওয়া পরিভাষার তুলনামূলক সারণি (Comparative Nomenclature): একই ছন্দরীতির বিভিন্ন ছান্দসিকের দেওয়া বৈচিত্র্যময় নামগুলো (যেমন: প্রবোধচন্দ্রের 'দলবৃত্ত', অমূল্যধনের 'শ্বাসাঘাতপ্রধান', তারাপদের 'বলবৃত্ত', রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা প্রাকৃত', সত্যেন্দ্রনাথের 'চিত্রা') দিয়ে স্তম্ভ মেলানো বা সত্য-মিথ্যা নির্ণয়মূলক প্রশ্ন নিয়মিত আসছে।

৪. তাত্ত্বিক সংজ্ঞার্থ ও মন্তব্য-যুক্তি (Assertion-Reason & Theoretical Statement): কলাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের সম্প্রসারণ, মিশ্রবৃত্তে রুদ্ধদলের দ্বিবিধ আচরণ, প্রস্বরের ভূমিকা, কিংবা গদ্যছন্দের প্রকৃতি নিয়ে ছন্দশাস্ত্রের বিভিন্ন বই থেকে জটিল তাত্ত্বিক বাক্য তুলে দিয়ে 'বিবৃতি ১ ও ২'-এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রশ্ন সেট ও নেটে ধারাবাহিকভাবে দেখা যাচ্ছে।

©BAIO – Learn Together

BAIO - Learn Together

9123669664

এখানে, '॥'—এই চিহ্ন দ্বারা পদকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পর্ব ও পদের পার্থক্য নির্দেশ করে কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তী খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। —তিনি বলেছেন:

যতি আছে—তিন রকমের। ছোট-যতি, মাঝারি-যতি আর বড়-যতি। ছান্দসিক এর নাম দিয়েছেন লঘুযতি, অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। কবিতার পংক্তির মধ্যে পর্ব যেহেতু সবচেয়ে ছোট অংশ সে কারণেই এরপর আসে অর্ধযতি। পংক্তির মাপ আরো বড়। তাই পূর্ণযতি আসে পংক্তির শেষে। [কবিতার ক্লাস]

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন:

'অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙক্তি বিভাগের পারিভাষিক নাম পদ (Clause)। আর, লঘুযতির দ্বারা খণ্ডিত পদ বিভাগকে বলা হয় পর্ব (Foot)।'

- পর্ববিন্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণত কানের দাবিকেই প্রাধান্য দিতে হয়।
- পর্বের মধ্যেও বিরতি আছে। ছন্দের পরিভাষায় যাকে বলা হয় পর্বাঙ্গ।
- একেকটি পর্ব আবার একাধিক অঙ্গে বিভক্ত হলে তাকে পর্বাঙ্গ বলা হয়। অর্থাৎ পর্বের ক্ষুদ্রতম একককে পর্বাঙ্গ বলে।
- পর্বগুলি উচ্চারণের সময় বাকযন্ত্রের মধ্যে ধ্বনিপ্রবাহে স্বরের মধ্যে যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা থেকেই পর্বাঙ্গ সৃষ্টি।

পর্বের প্রকারভেদ -

পর্ব তিনপ্রকার: ক। অতিপর্ব খ। মূলপর্ব এবং ঘ। প্রান্তিকপর্ব।

মূলপর্ব — •চরণের শুরু থেকে প্রথম হ্রস্ব-যতি বা এক হ্রস্ব-যতি থেকে আর এক হ্রস্ব-যতি পর্যন্ত বিস্তৃত নির্দিষ্ট মাত্রাবিশিষ্ট চরণের অংশকে মূলপর্ব বলে।

প্রান্তিক পর্ব — •চরণের শেষে অবস্থিত পর্বই প্রান্তিকপর্ব।

অতিপর্ব — •কবিতার পংক্তিতে অনেক সময় মূলপর্ব আরম্ভের আগে একটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব মাপের পর্ব 'অতি' বা বাড়তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে অতিপর্ব বলে।

অতিপর্ব সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন:

কোনো ছন্দ পংক্তির পূর্বে স্থাপিত প্রস্বরহীন অথচ অর্থবহ দ্বিমাত্রিক শব্দ... এগুলির আদিতে কোনো প্রস্বর থাকে না। থাকে মূল ছন্দ পংক্তির আদিতে। তাতে ধ্বনি প্রবাহের ঢেউ ওঠে নীচের থেকে ওপরের দিকে। ছন্দের এই উদ্ধর্গ তরঙ্গলীলা সৃষ্টিই অতিপর্ব প্রয়োগের আসল উদ্দেশ্য। [নূতন ছন্দ পরিক্রমা]

কবিরা মূলত দুটি উদ্দেশ্যে অতিপর্ব ব্যবহার করে থাকেন:

- ১। ছন্দোবদ্ধ বাক্যের বোধগম্যতার জন্য।
- ২। ছন্দের মূলপর্বে গতি সঞ্চারের জন্য। অতিপর্বের পর মূল পর্ব শুরু করবার আগে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য ফাঁক রেখে দেওয়া হয়। যেমন:

ওই সিন্ধুর টিপ / সিংহল দ্বীপ, কাঞ্চনময়/ দেশ।

❖ পর্বের গুরুত্ব -

- এক বা একাধিক পর্বে গঠিত হয় চরণ।
- কয়েকটি চরণ নিয়ে গঠিত একটি স্তবক।
- কবিতার সুর পর্ব গঠনের ওপর নির্ভর করে।
- কবিতার লয় নির্ভর করে পর্বের দৈর্ঘ্যের ওপর।
- পর্বের মাত্রা সংখ্যা ছন্দের প্রকৃতি বোঝাতে সাহায্য করে।
- চরণের মূলপর্ব ছাড়া অতিপর্ব বা প্রান্তিক পর্ব থাকতে পারে।
- পর্বের দৈর্ঘ্য বেশি বড় হলে বা চরণে পর্বের সংখ্যা বেশি হলে ছন্দ জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- পূর্ণপর্ব সাধারণত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ বা ১০ মাত্রার হয়। ৪-মাত্রার পর্ব হ্রাস, তা দ্রুতগতি সঞ্চার করে (স্বরবৃত্ত ছন্দ) ও ৫', '৬', '৭' মাত্রার পর্ব মধ্যমগতি সঞ্চার করে (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ) এবং ৮, ১০ মাত্রার পর্ব ধীরগতি সঞ্চার করে (অক্ষরবৃত্ত ছন্দ)।
- কবিতার ছত্রে পর্বগুলি সমান বা নির্দিষ্ট পরিকল্পিত মাপের, তাই কবিতার সমগ্র ধ্বনিপ্রবাহে একটা সংগতি দেখা যায় এবং কবিতায় হিল্লোল ওঠে।

পর্বাঙ্গ

কবিতার প্রতিটি পর্বে সাধারণতঃ দুটি বা তিনটি শব্দ থাকে। কখনও কখনও চারটি শব্দ থাকে। এই শব্দগুলি উচ্চারণের সময় একটার থেকে আর একটার মাঝে সামান্যতম ফাঁক থাকে, অর্থাৎ যতি পড়ে। আর এর ফলে সৃষ্টি হয় ধ্বনি তরঙ্গ। এই হ্রস্বতম যতিকে বলা হয় 'লঘুযতি'।

পর্বের অন্তর্ভুক্ত যে শব্দগুচ্ছের সহায়তায় ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাদের বলা হয় পর্বাঙ্গ।

সাধারণত, এক একটা শব্দই এক একটা পর্বাঙ্গ। যে যতি দিয়ে পর্বাঙ্গকে ভাগ করা হয় তাকে আমরা ':' এই চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করি। যেমন:

বৃষ্টি: পড়ে টাপুর টুপুর / নদেয়: এল / বান।

অর্থাৎ কয়েকটি পর্বাঙ্গ মিলে একটি পর্ব সৃষ্টি হয়। পর্ব হল পংক্তিশাখা আর পর্বাঙ্গ হল তার পত্রদল।।

পর্বাঙ্গের বিন্যাসে কিছু নিয়ম আছে -

সংজ্ঞা

বিলম্বিতলয় দ্রুতও নয় আবার খুব ধীরও নয়, বরং এই দুয়ের মাঝামাঝি চালে চলে।

এই ছন্দের পর্ব (পূর্ণ) চার, পাঁচ, ছয়, সাত—সম-বিষম কলামাত্রায় গঠিত। মুক্তদল একমাত্রা এবং রুদ্ধদল দুইমাত্রা পাবে।

উদাহরণ

ঐ আসে ঐ / অতি ভৈরব/ হরষে
জল সিঞ্চিত/ ক্ষিতি সৌরভ/ রভসে।

❖ দ্রুত লয়

সংজ্ঞা

এই লয়ের কবিতায় পর্বের আয়তন ছোট হয়। এবং পর্বের মাত্রা সংখ্যাও কম হয়। সাধারণতঃ দলবৃত্তে ক্ষুদ্র ধ্বনিবৃত্তের দ্রুত লয় হয়।

এই ছন্দে চর্তুদল মাত্রার পর্বে দ্রুত লয়ের স্থায়ী ও নির্দিষ্ট স্থান। রুদ্ধ-মুক্ত উভয় দলই এই ছন্দে একমাত্রা পাবে।

উদাহরণ

কে মেরেছে/ কে ধরেছে / কে দিয়েছে/ গাল
তাই তো খুকু / রাগ করেছে / ভাত খায়নি / কাল।

লয়ের বৈশিষ্ট্য:

- ক. কবিতা পাঠ পদ্ধতি অনুসারে লয় ঠিক হয়। ছন্দ রীতির বাইরে গিয়ে কোনো কবিতাকে পাঠ করা সম্ভব নয়।
- খ. স্বরবৃত্ত ছন্দ দ্রুতলয়ের।
- গ. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ মধ্যমলয়ের।
- ঘ. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ধীরলয়ের।
- ঙ. লয় হল ধ্বনিগুচ্ছের গতি।
- চ. লয় হল স্পন্দন।
- ছ. ছন্দবোধ ছাড়া লয় বোঝা যায় না।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে কবিতা মূলত ধীর, মধ্যম, দ্রুত লয়ের হলেও, কবিরা প্রয়োজন এবং অভিরুচি অনুযায়ী রীতি ও লয়ের পরিবর্তন করে নিতে পারেন। এরকম বিষয়টি আমরা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় লক্ষ্য করি।

স্তবক

ছন্দোবদ্ধ কবিতার চরণকে সাজাবার এক কৌশলগত রূপের নাম স্তবক। প্রাচীন যুগের 'চর্যাপদ' পদের গোটা কবিতাই একটি স্তবক। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলীতেও এই রূপ লক্ষণীয়। আধুনিক কালের কবিতায় স্তবকের গুরুত্ব সমধিক। সম্ভবত: মাইকেল মধুসূদন দত্তই এ বিষয়ের নির্মাতা। পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শ নিরীখে তিনি বাংলা কাব্যে স্তবক রচনায় বৈচিত্র্য এনেছেন। মধুসূদনের সময় থেকে আজকের সময়েও কবিদের মধ্যে স্তবক রচনার প্রবণতা অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পথ বয়ে এসময়ের শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা সকলেই কবিতা রচনায় স্তবকের ব্যবহার করছেন। বাংলা কবিতায় সাধারণত—এক, দুই চরণের স্তবক থেকে দশ চরণের স্তবক পাওয়া যায়।

কবিতায় ব্যক্ত কবির ভাব স্তরবদ্ধ হয়ে প্রকাশ হয়। এক-একটি ভাবের স্তর যতক্ষণ না ব্যক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন চরণের মধ্যে ভাব ও অর্থের বন্ধন সুসম্পূর্ণ হয় না। স্বভাবতই কবিতা শরীরে স্তবকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত এক ছন্দোরীতিতে রচিত সমান আয়তন ও পরস্পর রূপ-রীতি বিশিষ্ট একাধিক পংক্তির সমাবেশই গড়ে ওঠে স্তবক। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন চার অধিক পংক্তির বিন্যাসকে বলেছেন স্তবক। কেউ কেউ স্তবককে 'কুলক' বলেছে।

সংজ্ঞা

- কয়েকটি চরণের সুশৃঙ্খল সমাবেশে নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক রূপায়বকেই স্তবক বলা হয়।

বিভিন্ন ধরণের স্তবক বন্ধের রূপ –

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

অর্থালঙ্কার - সাদৃশ্যবাচক

উপমা অলঙ্কার

সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

সংজ্ঞা: স্বভাবধর্ম বা জাতিগতভাবে ভিন্ন দুটি বস্তুর (বিজাতীয় বস্তু) মধ্যে কোনো বিশেষ গুণ বা অবস্থার সাদৃশ্য বা মিল যখন কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে কোনো সাদৃশ্যবাচক শব্দের মাধ্যমে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে **উপমা অলঙ্কার** বলে।

উদাহরণ:

"পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন" (জীবনানন্দ দাশ)। (এখানে মানুষের 'চোখ' এবং 'পাখির নীড়' দুটি ভিন্ন জাতের বস্তু, কিন্তু 'আশ্রয়' বা 'শান্তি' নামক সাধারণ গুণের কারণে তাদের তুলনা করা হয়েছে)।

আলঙ্কারিকদের মতভেদ: উপমা হলো সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের ভিত্তি।

- **জীবেন্দ্র সিংহ রায়:** তিনি জোর দিয়েছেন যে, তুলনাটি অবশ্যই **'বিজাতীয়'** (Heterogeneous) বস্তুর মধ্যে হতে হবে। তিনি বলেন, "একই জাতীয় দুইটি বস্তুর মধ্যে তুলনা হইলে উপমা হয় না... উপমা অলঙ্কার হইতে হইলে উপমান ও উপমেয়—এই দুইটি বিজাতীয় হওয়া চাই।" যেমন—মানুষের সাথে মানুষের তুলনা উপমা নয়, কিন্তু মানুষের (সিংহবিক্রম) সাথে সিংহের তুলনা উপমা।
- **অজয়কুমার চক্রবর্তী:** তিনি একে 'কালিদাসস্য উপমা' এবং আধুনিক যুগে 'উপমা রবীন্দ্রস্য' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, উপমার মূল কথা হলো 'Disimilar' বস্তুর মধ্যে 'Similar' ধর্ম খুঁজে বের করা। তিনি চারটি অঙ্গের (উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, বাচক শব্দ) উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এর বিচার করেছেন।
- **শ্যামপদ চক্রবর্তী (উৎস বিশ্লেষণলব্ধ):** তিনি উপমার ব্যাকরণগত দিক এবং চারটি অঙ্গের উপস্থিতির ওপর গুরুত্ব দেন। বিশেষ করে লুপ্তোপমার ক্ষেত্রে কোন অঙ্গটি লুপ্ত, তা নির্ণয়ের ওপর জোর দেন।

অলঙ্কারের মূল: এই অলঙ্কারের মূলে কাজ করছে **'সাদৃশ্য'**। তবে এই সাদৃশ্য হতে হবে বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে এবং তা আক্ষরিক সত্য না হয়ে কাব্যিক সত্য বা কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্রেণিবিভাগ:

উপমা অলঙ্কারের চারটি অঙ্গ থাকে:

- ১. উপমেয় (যাকে তুলনা করা হয়),
- ২. উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়),
- ৩. সাধারণ ধর্ম (যে গুণের জন্য তুলনা),
- ৪. সাদৃশ্যবাচক শব্দ (মত, সম, হেন, প্রায়)।

এই অঙ্গগুলোর উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে একে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) পূর্ণোপমা (Purnopama): যে উপমায় চারটি অঙ্গই (উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, বাচক শব্দ) স্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে।
- *উদাহরণ: "আনিয়াছি ছুরির তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম"* (রবীন্দ্রনাথ)।
  - রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল।
    - [* উপমেয়=রোদের নরম রঙ, উপমান=শিশুর গাল, সাধারণ ধর্ম=লাল, তুলনাবাচক শব্দ=মতো]
  - তোমার চুলের মতো কালো অন্ধকার।
  - কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ।

(খ) লুপ্তোপমা (Luptopama): চারটি অঙ্গের মধ্যে এক বা একাধিক অঙ্গ (উপমেয় বাদে) যদি অনুপস্থিত বা লুপ্ত থাকে।
- *উদাহরণ: "খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়"* (এখানে সাধারণ ধর্ম 'গোল' বা 'লাফানো' লুপ্ত আছে)।

(গ) মালোপমা (Malopama): একটি উপমেয়ের সঙ্গে যদি একাধিক উপমান মালা বা মালার মতো পরপর যুক্ত হয়।
- *উদাহরণ: "দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে / বেঁধেছিলাম তোড়া"* (উপমেয়: ফুল, উপমান: দুধ, মধু, মদ)।
  - আমি সাধারণ
তরুর মতন আমি, নদীর মতন।

(ঘ) স্মরণোপমা (Smaranopama): সাদৃশ্যযুক্ত কোনো বস্তু দেখে যদি স্মৃতিপথে অন্য কোনো বস্তুর কথা জেগে ওঠে।
- *উদাহরণ: "কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে"* (কালো জল দেখে কৃষ্ণের কথা মনে পড়েছে)।

সাদৃশ্য ও পার্থক্য

তুলনামূলক চার্ট ১: উপমা বনাম রূপক

বিষয়	উপমা	রূপক
মূল ভিত্তি	এখানে **সাদৃশ্য** বা তুলনা প্রধান।	এখানে **অভেদ** বা অভিন্নতা প্রধান।
পার্থক্য	উপমেয় ও উপমানের মধ্যে ভেদ বা দূরত্ব বজায় থাকে।	উপমেয় ও উপমান মিলেমিশে এক হয়ে যায় (অভেদ)।
বাচক শব্দ	'মত', 'সম', 'হেন', 'প্রায়' ইত্যাদি থাকে।	সাধারণত বাচক শব্দ থাকে না, বা 'রূপ' শব্দটি থাকে।
উদাহরণ	"মুখটি চাঁদের **মত** সুন্দর।"	"মুখ**চন্দ্র**" বা "মুখরূপ চাঁদ"।

তুলনামূলক চার্ট ২: উপমা বনাম উৎপ্রেক্ষা

বিষয়	উপমা	উৎপ্রেক্ষা

মনোভাব	এখানে সাদৃশ্য নিশ্চিত বা প্রতিষ্ঠিত।	এখানে সাদৃশ্যটি সংশয় বা কল্পনার (Probability/Guess)।
বাচক শব্দ	'মত', 'সম', 'সদৃশ'।	'যেন', 'বুঝি', 'কি', 'ধরি'।
উদাহরণ	"রাধার মুখ চাঁদের **মত**।"	"পূর্ণিমা চাঁদ **যেন** রাধার মুখমণ্ডল।"

উদাহরণ ও বিশ্লেষণ

উদাহরণ ১ (পূর্ণোপমা - ধ্রুপদী):

"বিজলীর ঝলাসম, বেণীর মাঝারে, রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী।" (মধুসূদন)

- **বিশ্লেষণ:**
  - **উপমেয়:** রত্নরাজী (রত্নসমূহ)।
  - **উপমান:** বিজলীর ঝলা (বিদ্যুতের চমক)।
  - **সাধারণ ধর্ম:** উজ্জ্বলতা বা দীপ্তি (লুপ্ত থাকলেও 'ঝলাসম' শব্দে ইঙ্গিত আছে, তবে অনেক আলঙ্কারিক একে লুপ্তোপমাও বলেন যদি সাধারণ ধর্ম স্পষ্ট না থাকে। তবে এখানে 'ঝলা' বা দীপ্তিই ধর্ম)। *বিকল্প বিশ্লেষণ:* এটি মালোপমারও কাছাকাছি কারণ রত্নরাজীর তুলনা বিজলী এবং মণিময় ফণী দুটির সাথেই হয়েছে।
  - **বাচক শব্দ:** সম।

উদাহরণ ২ (পূর্ণোপমা - PYQ Special):

"ক্ষণেক শুধু অবশ কায় থমকি রবে ছবির প্রায়"

- **বিশ্লেষণ:**
  - **উপমেয়:** অবশ কায় (নায়িকার দেহ)।
  - **উপমান:** ছবি।
  - **সাধারণ ধর্ম:** থমকি রবে (স্থিরতা)।
  - **বাচক শব্দ:** প্রায় (মত)।
  - **সিদ্ধান্ত:** এটি পূর্ণোপমা, কারণ চারটি অঙ্গই আছে।

উদাহরণ ৩ (লুপ্তোপমা):

"পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন" (জীবনানন্দ)

- **বিশ্লেষণ:**
  - **উপমেয়:** চোখ।
  - **উপমান:** পাখির নীড়।
  - **বাচক শব্দ:** মত।
  - **সাধারণ ধর্ম:** (লুপ্ত)। এখানে 'আশ্রয়' বা 'শান্তি' ধর্মটি উল্লেখ করা হয়নি, বুঝে নিতে হয়। তাই এটি ধর্ম-লুপ্তোপমা।

উদাহরণ ৪ (মালোপমা):

"আমি সাধারণ, তরুর মতন আমি, নদীর মতন।"

- **বিশ্লেষণ:**
  - **উপমেয়:** আমি।
  - **উপমান:** তরু, নদী (একাধিক)।
  - **সিদ্ধান্ত:** একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকায় এটি মালোপমা।

উদাহরণ ৫ (স্মরণোপমা - বৈষ্ণব পদাবলী):

"কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে"

- **বিশ্লেষণ:**
  - **উপমেয়:** কালা (কৃষ্ণ)।
  - **উপমান:** কালো জল।
  - **প্রক্রিয়া:** কালো জল দেখে কৃষ্ণের স্মৃতি জেগে উঠেছে। সাদৃশ্য থেকে স্মৃতির জাগরণ।

বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ

- [PYQ - WBSET Dec 2024] *"**শঙ্খধবল আকাশ গাঙে...** মেঘের পালটি মেলে... জ্যোৎস্নাবতী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে?"*
  - অপশন: (A) উৎপ্রেক্ষা (B) সাঙ্গরূপক (C) উপমা (D) অপহ্নুতি।
  - **বিশ্লেষণ:** এটি **(B) সাঙ্গরূপক** বা রূপকধর্মী। এখানে উপমা নেই কারণ 'মত' বা 'সম' নেই এবং অভেদ কল্পনা করা হয়েছে (মেঘের পাল, আকাশ নদী ইত্যাদি)।
- [PYQ - December 2024] তালিকা মেলাও:
  - *পঙক্তি:* "ক্ষণেক শুধু অবশ কায় থমকি রবে ছবির প্রায়।"
  - *অলঙ্কার:* **(II) উপমা**।
  - **ব্যাখ্যা:** 'ছবির প্রায়' (ছবির মত) থাকায় এটি সরাসরি উপমা।
- [PYQ - JUNE 2025] অলংকারের ক্ষেত্রে শুদ্ধ-অশুদ্ধ:
  - বিবৃতি A: *"যে উপমায় উপমেয়, উপমান এবং তুলনাবাচক শব্দ তিনটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা।"*
  - **বিশ্লেষণ:** এটি **অশুদ্ধ**। কারণ পূর্ণোপমায় **৪টি** অঙ্গ থাকতে হয় (সাধারণ ধর্মসহ)। প্রশ্নে ৩টির কথা বলা হয়েছে।

বিশেষ তথ্য ও বিভ্রান্তি নিরসন

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

১. পূর্ণোপমা বনাম লুপ্তোপমা: * *টিপস:* বাক্যটি পড়ে আঙুল গুনে ৪টি জিনিস বের করবে: ১. কে? (উপমেয়), ২. কার মত? (উপমান), ৩. কী সেই মিল? (সাধারণ ধর্ম), ৪. 'মত/সম' শব্দ আছে কি? (বাচক শব্দ)। যদি ৪টেই পাও, তবে **পূর্ণোপমা**। যদি 'শান্তি', 'উজ্জ্বলতা', 'লাল'—এমন গুণটি লেখা না থাকে, তবে চোখ বন্ধ করে **লুপ্তোপমা** দাগাবে।

২. 'ছলে' শব্দ থাকলে সাবধান: * *সতর্কতা:* 'ছলে' শব্দ দেখলে উপমা ভাববে না। এটি সাধারণত **অপহ্নুতি** (কৈতাভপহ্নুতি) বা **উৎপ্রেক্ষা** নির্দেশ করে। যেমন: "প্রদীপ নিভায়ে বায়ে আঁচল ছলে"—এখানে বাতাস আঁচলের ছলে বা ছলনা করে প্রদীপ নেভাল।

৩. উপমান ও উপমেয় চেনার উপায়: * *টিপস:* যার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে (সাধারণত ছোট বা কাছের বস্তু) সেটি **উপমেয়**। আর যার সাথে তুলনা দেওয়া হচ্ছে (সাধারণত প্রকৃতি বা বিখ্যাত বস্তু) সেটি **উপমান**। * *সূত্র:* "মুখ (উপমেয়) চাঁদের (উপমান) মত।"

রূপক অলঙ্কার

সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

সংজ্ঞা: উপমেয় (যাকে তুলনা করা হয়) এবং উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়)—এই দুইয়ের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য বা অভেদ কল্পনা করে, উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করা হলে তাকে **রূপক অলঙ্কার** বলে।

সহজ কথায়: যখন উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে দুটিকে 'এক' বা 'অভিন্ন' বলে মনে করা হয়।

উদাহরণ:

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে" (এখানে শোক এবং ঝড় আলাদা বস্তু, কিন্তু শোকের তীব্রতা বোঝাতে শোককেই ঝড় বলে কল্পনা করা হয়েছে।)

আলঙ্কারিকদের মতভেদ: রূপক অলঙ্কার সাদৃশ্যমূলক হলেও এর মূল ভিত্তি হলো 'অভেদ' বা 'একাত্মতা'।

☞ **জীবেন্দ্র সিংহ রায়:** তিনি বলেন, "উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়।" তাঁর মতে, এই অলঙ্কারের প্রাণ হলো **'রূপকত্ব'** অর্থাৎ উপমেয়কে উপমানরূপে নির্দেশ করা। তিনি দেখিয়েছেন যে, উপমা অলঙ্কারে যেখানে 'সাদৃশ্য' প্রধান, রূপকে সেখানে 'অভেদ' প্রধান।

☞ **অজয়কুমার চক্রবর্তী:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, রূপকে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে কোনো "ভেদ" থাকে না, বরং "অভেদ" কল্পনা করা হয়। যদিও বাস্তবে দুটি বিজাতীয় বস্তু অভিন্ন হতে পারে না, তথাপি কবি কল্পনায় এই অসম্ভবই সম্ভব হয়। তিনি বলেন, "উপমা অলঙ্কারে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপকে উপমানের প্রাধান্য"।

☞ **শ্যামপদ চক্রবর্তী (উৎস বিশ্লেষণলব্ধ):** তিনি রূপকের শ্রেণিবিভাগ, বিশেষ করে সাঙ্গ রূপক ও পরম্পরিত রূপকের যুক্তিনির্ভর বিন্যাসের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, একটি রূপক যখন আরেকটি রূপক সৃষ্টিতে বাধ্য করে, তখনই রূপকের সার্থকতা বাড়ে (পরম্পরিত)।

অলঙ্কারের মূল: এই অলঙ্কারের মূলে কাজ করছে **'অভেদ কল্পনা' (Identity)**। সাদৃশ্য এতই নিবিড় যে, উপমেয় নিজের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে উপমানের সঙ্গে মিশে যায়।

শ্রেণিবিভাগ:

রূপক অলঙ্কারকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) নিরঙ্গ রূপক (Niranga Rupak): যখন উপমেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ না করে কেবল মূল উপমেয়ের সঙ্গে মূল উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়। এটি দুই প্রকার:

- **কেবল নিরঙ্গ:** একটি উপমেয়ের সাথে একটি উপমান।
  - *উদাহরণ: "চিন্তানলের দাহ থেকে কি ভাবে পাব মুক্তি"* (চিন্তা রূপ অনল/আগুন)।
  - *উদাহরণ:* রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।। [এখানে একটি মাত্র উপমেয়= যৌবন ও একটি মাত্র উপমান= বন -এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে]
- **মালা নিরঙ্গ:** একটি উপমেয়ের সাথে একাধিক উপমান।
  - *উদাহরণ: "শীতের ওড়নি পিল্লা গিরাঁষের বা / বরিষার ছাত পিল্লা দরিয়ার না"* (উপমেয়: পিল্লা বা প্রিয়া; উপমান: ওড়নি, ছাত, না বা নৌকা)।
  - *উদাহরণ:* শেফালী সৌরভ
    আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস
    ভৈরব ভৈরবী। [এখানে উপমেয়= আমির সঙ্গে উপমান= শেফালী সৌরভ, রাত্রির নিঃশ্বাস, ভোরের ভৈরবীর অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।]

(খ) সাঙ্গ রূপক (Sanga Rupak): যখন বিভিন্ন অঙ্গ বা অনুষঙ্গ সমেত উপমেয়ের সঙ্গে অঙ্গ বা অনুষঙ্গ সমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ, মূল বস্তুর সাথে সাথে তার সাঙ্গপাঙ্গদেরও রূপক করা হয়।

- *উদাহরণ: "শোকের ঝড় বহিল সভাতে... বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন নিশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রু বারিধারা"*।
  - (এখানে মূল উপমেয় 'শোক' = মূল উপমান 'ঝড়'। শোকের অঙ্গ 'বামাকুল' = ঝড়ের অঙ্গ 'মেঘমালা'। নিশ্বাস = বায়ু। অশ্রু = বারিধারা।)
- *উদাহরণ:* অশান্ত আকাঙ্খা পাখী
  মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর- পিঞ্জরে। [এখানে উপমেয়- আকাঙ্খা এবং উপমান- পাখি। আকাঙ্খা উপমের বাস পঞ্জর এবং পাখির বাস পিঞ্জর।তাই পঞ্জর ও পিঞ্জর যথাক্রমে অঙ্গের উপমেয় ও উপমান হয়েছে।]

(গ) পরম্পরিত রূপক (Paramparita Rupak): একটি বস্তুর ওপর রূপক আরোপ করার ফলে যদি অন্য একটি বস্তুর ওপর রূপক আরোপ করা অনিবার্য বা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, এখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে।

- *উদাহরণ: "মরণের ফুল বড় হয়ে ফোটে জীবনের উদ্যানে"*।
  - (জীবনকে 'উদ্যান' বা বাগান বলা হয়েছে বলেই মরণকে 'ফুল' বলতে হয়েছে। একটি রূপক অন্যটির কারণ।)